

বেড়া

কেউ একটু ফিরেও তাকালো না। ওরা জানে পল সিরেনো দোকানে চুকেছে! ওদের ঘৃণা উপেক্ষা করে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল সে।

দোকানের মালিক হাঙ্কি। ওদিকে কয়েকজনের সাথে কথা বলছে সে। অনেকেই রয়েছে। রেড বিল, ডাবল ডায়মণ্ডের মালিক। এ এলাকায় সে-ই সব চেয়ে ধনী। জ্বাক, এখানকার প্রথম বাসিন্দা, আর উপত্যকার শেষ মাথায় থাকে টেড হার্পার। একটু পরে ওদের ছেড়ে পলের কাছে এলো হাঙ্কি।

সাদর অভ্যর্থনার হাসি নেই ওর ঠোঁটে। কিন্তু চোখে যেন সহানুভূতির ক্ষীণ একটা আভাস দেখলো পল।

নিচু গলায় কি লাগবে এক এক করে বলে যাচ্ছে, আর হাঙ্কি কাউন্টারের ওপর সব জড়ো করছে। উপস্থিত সবাই আড়চোখে কয়েকবার জিনিসগুলোর দিকে চেয়ে দেখলো। নিচু স্বরে বললেও কথার কিছু কিছু অংশ ওদের কানে যাচ্ছে। পল যা

কিনছে সেসব কেনার সামর্থ্য এখন আর তাদের নেই।

‘আমাকে কিন্তু নগদ টাকা দিতে হবে,’ বললো হাঙ্কি। ‘খরায় টাকার টান পড়ে গেছে।’

কথাটা শুনে পলের রাগ হলো। একবার ভালো অন্যান্য ক্রেতার কাছে উদ্যোগ তার কাছ থেকে নগদ পয়সা দিয়ে কিছু কিনেছে কিনা জিজ্ঞেস করে ওই লোকগুলোকে নিজেদের ছুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে লজ্জা দিলে মন্দ হয় না। সে ভালো করেই জানে ‘মিরর ভ্যালি’ এলাকার লোকজনের এখন দেউলিয়া অবস্থা।

কিন্তু এভাবে প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছে তার নেই। ওরা কেন তাকে সহ্য করতে পারে না এটা সে ভালো করেই জানে। তার বাবা মেসিকান হয়েও ওই এলাকার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ের মন জয় করে তাকে বিয়ে করেছিলো—এটা ওদের পরাজয় বৈকি। দেখতে পারে না কারণ তার বাবাকে ওই এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়ার পরেও ভয় না পেয়ে পল আবার ফিরে এসেছে। ওদের গায়ে জ্বালা ধরে, কারণ তার গরু-মোষ যেন পানি না পায় এই-জন্য ওরা বেড়া দিয়েছিলো, কিন্তু অন্যথানে পানি পেয়েছে সে। শুধু তাই নয়, ওই বেড়াটার পাশে আরও মজবুত, আরও উঁচু আর একটা বেড়া তৈরি করেছে পল।

আরও দেখতে পারে না কারণ এই সেদিনের ছেলের কত বড় সাহস। সে কিনা ওদের মতো বিচক্ষণ মানুষকে রাস্তা চালানো শেখাতে চায়। বলে জমি নষ্ট করছে ওরা—খরা এলে গরু-বাছুর সব মারা পড়বে।

‘ঠিক আছে, নগদ টাকাই আমি দেবো,’ বললো পল।

জিনিসগুলোর দাম হিসেবে তিনটে স্বর্ণমুদ্রা কাউন্টারের ওপর পাশাপাশি বিছিয়ে দিলো সে। টেড হার্পার মুদ্রাগুলো দেখলো, তারপর পলের দিকে চাইলো। হিংসায় ওর চোখ ছুটে জ্বলছে। ‘ওর কাছে এত টাকা কোথেকে আসে বুঝি না,’ বললো সে। ‘চোখ কান খোলা রেখে শেরিফের কিছু খোঁজ খবর নেয়া উচিত।’

কেনা মালপত্রগুলো একত্র করে একটা ছালায় ভরলো পল। ‘হয়ত সেটা তার উচিত,’ ঠাণ্ডা গলায় বললো সে, ‘হয়তো তুমিও সেটা পারো, টেড। ইচ্ছে করলে নিজের চোখেই সব দেখতে পারো।’

‘তোমার ধুরন্ধর বাপ ঠিকই জানতো কোন্ জিনিসটা কিনতে হবে,’ বিদ্রোহের সাথে বললো টেড।

‘আমার বাবা যে জমি কিনেছিলেন তার সাথে তোমাদের জমির কোনো তফাৎ নেই। এক সময়ে তোমাদের জমিতেও ছিলো সুন্দর ঘাস। কিন্তু তোমরা বোকার মতো বেশি বেশি গরু চরিয়ে সেই ঘাস নিশ্চিহ্ন করিয়েছো। তারপর ঝোপঝাড় জন্মে জমির ঘাস আরও কমেছে। ঘাস না পেয়ে তোমাদের পশু বিষাক্ত আগাছা খাওয়া শুরু করেছে। কয়েক বছরের চেষ্টাতে তোমরা সহজেই এর প্রতিকার করতে পারো।’

‘ওসব গুলগল্পো আগেও অনেক শুনেছি। র‍্যাঞ্চ কি করে চালাতে হয় সেটা আমাকে শেখাতে এসো না তুমি। জ্যাক আর আমি তোমার জন্মের আগ থেকেই গরু চরাই!’

বস্তাটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোলো পল। রাগে লাল

হয়ে পা বাড়িয়ে পলকে ল্যাঙ মারলো টেড। হাঁচট খেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পটকান খেলো পল। মালপত্রগুলো ছালা থেকে বেরিয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

কেউ হাসলো না। রেড বিল বিরক্ত চোখে টেডের দিকে চাইলো, কিন্তু কিছু বললো না।

পল সিরেনো উঠে দাঁড়ালো। মুখটা ধমধমে গম্ভীর। ‘এটা একটা ছেলেমানুষের মতো কাজ হলো, টেড,’ বললো সে। মুখোমুখি হবার সাহস তোমার নেই; আছে?’

ওর গালে একটা চড় মারলেও সেটা হজম করা সহজ হতো। রাগে কাঁপছে টেড। পিস্তলের বাঁটের ওপর নেমে এলো ওর হাত। রেড বিল ওর হাত ধরে না ফেললে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার পথে পলের পিঠেই গুলি করতে সে।

‘কাপুরুষ!’ ব্যঙ্গ করলো টেড। ‘মুখেই কেবল বড় বড় কথা!’

‘তুমি ভুল করছো, টেড,’ শান্ত গলায় বললো রেড বিল। ‘লোকটা কাপুরুষ নয়।’

‘কেমন লেজ-গুটিয়ে পালালো—দেখলে না?’ ঘৃণার ভারে ওর গলা কর্কশ শোনালো।

‘ই্যা, সে চলে গেল বটে, কিন্তু যাবার আগে তোমাকে ভালো মতো শুনিয়ে গেল।’ উত্তেজনায় লাল হয়ে আছে টেডের মুখ। কিন্তু সে আর কিছু বলার আগেই হাঙ্কির দিকে ফিরলো রেড। ‘আমার কিন্তু এবারও বাকিতে মাল নিতে হবে—দিতে পারবে তো?’

‘সবসময়েই দিয়েছি, আজও দেবো,’ হাসতে চেষ্টা করলো

হাস্কি। সবাইকে কোনোমতে চালিয়ে নিতে হয় তার—কিন্তু সেটাও আজকাল ক্রমেই কঠিন হয়ে আসছে। পল সেরিনার কাছ থেকে নগদ টাকা যা পেয়েছে তাতে তার নিজের দেনাই পুরো শোধ হবে না।

শহর থেকে বেরিয়ে পল সিরেনোর বাকবোর্ড উইলো স্প্রিংসের লম্বা রাস্তায় পড়লো। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে বটে, কিন্তু 'মিরর ভ্যালি' এখনও গরম চুল্লীর মতো তাপ ছাড়ছে। বাতাস ভারি হয়ে আছে ধুলোয়। এখন অবশ্য ধুলো সবসময়ে থাকে। মা বেঁচে থাকতে মায়ের কাছে শুনেছে, একদিন এই উপত্যকায় সবুজ ভরা ছিলো। গরুগুলোও ছিলো মোটা-তাজা। এই চমৎকার পরিবেশেই বাবার সাথে প্রথম পরিচয়। সুদর্শন আর সুন্দর নম্র স্বভাবের মেক্সিকান লোকটাকে প্রথম দেখাতেই তার ভালো লেগেছিলো। তারপর প্রেম... আরও পরে বিয়ে।

একদিক থেকে এই ভালো হয়েছে, ভাবল পল। বেঁচে থাকলে এর বর্তমান চেহারা দেখে তার বুক ফেটে যেতো।

গরু চরিয়ে তাড়াতাড়ি বড়লোক হবার আশায় স্টকের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলো ওরা। ঘাস কমে গেলো, আর শূন্যস্থান পূর্ণ করতে সেখানে জন্ম নিলো ক্রিওজোটি (creosote), ক্যাট-ক্ল (cat-claw) আর টারউইড (tarweed) ইত্যাদি আগাছা। গোড়া পর্যন্ত ঘাস খাওয়া হয়ে গেল, বাতাসে মাটি আলগা করলো, আর বৃষ্টির তোড় ঘাসের শেকড়স্বরূপ উপড়ে নিয়ে গেলো। সেখানে একসময়ে প্রচুর 'ওয়াটার হোল' ছিলো, সেখানেই আজ পানির অভাব। বৃষ্টিতে ভরে উঠলেও পানি থাকে না।

'আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে,' কথা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলো টিমোথি, রেড বিলও মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়েছিলো।

'মিরর ভ্যালিকে এত শুকনো কখনও হতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না,' বলেছিলো সে।

ফিরে এসে বাপের র‍্যাঞ্চে বসবাস শুরু করাটাকে ওরা কেউ ভালো চোখে দেখেনি। ওরা আরও চটলো যখন সে বললো আসলে আবহাওয়া বদলায়নি, তারা অতিরিক্ত গরু পালছে বলেই এমন হচ্ছে।

উইলো স্প্রিংস-এ পৌঁছে গেলো পল। এখানেই প্রথম তার বাবার সাথে দেখা হয়েছিলো মায়ের। সেই সময়ে সবুজ আর সুন্দর ছিলো এই এলাকা। এখন উইলো গাছগুলো মরে গেছে, আর নিরাট লেকের বদলে সেখানে শুকনো মাটি ফেটে চৌচির হয়ে আছে। গ্রীষ্মের শুরু থেকেই ওখানে পানি নেই।

পথটা এবার ডান দিকে মোড় নিয়ে চড়াই-এ উঠেছে। ঠিক পথ নয়—রোদে ঝলসানো মাঠের ওপর দিয়ে একে বেকে এগিয়ে যাওয়া চাকার ছোটো দাগ। সামনে বেড়াটা দেখতে পাচ্ছে সে।

এই এলাকার প্রত্যেকেই এক ডাকে ওটা চেনে। 'বেড়া' বলতে সবাই ওটাই বোঝে। তবে এখন ওটার গুরুত্ব কমে গেছে। ইদানীং আর কেউ ও নিয়ে আলোচনা করে না।

সাত র‍্যাঞ্চের লোক একজোট হয়ে তৈরি করেছিলো ওই বেড়া। পল তার বাপের র‍্যাঞ্চে ছেড়ে যেতে অস্বীকার করায় ওই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিলো।

চার বছর আগের ঘটনা সেটা। কিন্তু পলের কাছে মনে হয়

অনেক দিন কেটে গেছে। তার বাপের প্রতি মিরর ভ্যালির লোকজনের ঘৃণার কথা জেনেও সে ফিরেছিলো। সবার মন জয় করে নিজের জন্যে একটা স্থায়ী জায়গা করে নেবে, এটাই ছিলো তার আশা। বাবার জমিটাই ছিলো তার একমাত্র সম্বল। সফ্রু পাসটা পেরিয়ে 'টেবল মাউন্টেন' এর নিচে মিগেল সিরেনোর নিজের হাতে তৈরি বাড়িটার দিকে এগোলো পল।

ফিরে আসার তিনদিন পর ঘোড়ার পিঠে চড়ে বারোজন লোক তাকে জানাতে এসেছিলো। ও এখানে থাকুক এটা ওরা চায় না। মিরর ভ্যালিতে মেক্সিকানের কোনো জায়গা নেই।

দরজায় দাঁড়িয়ে সব কথা শুনলো পল। তারপর হাসলো। আইরিশ মায়ের হাসিটাই সে পেয়েছে। 'তোমাদের কষ্ট করে আসাটাই মাটি হলো—আমি থাকছি।'

'মুখের কথায় কাজ না হলে পিটিয়ে খেদানো হবে,' চিংকার করে বললো টেড।

'তবে আর কথা বলে সময় নষ্ট করে কি লাভ? কাজে লেগে যাও,' বললো পল।

গালাগাল দিয়ে পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়ালো টেড। কিন্তু ওর হাতটা বাঁট পর্যন্ত পৌঁছে হঠাৎ থেমে গেলো, তারপর খুব সাবধানে হাতটা ধীর গতিতে পিস্তল থেকে সরে গেলো। একজনও খেয়াল করেনি শটগানটা এতক্ষণ কোথায় ছিলো, কিন্তু এখন ওটা পলের হাতে শোভা পাচ্ছে।

'সরি, বন্ধু, কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিনা প্রতিবাদে গুলি খাবার ইচ্ছা আমার নেই। দাঙ্গাবাজ লোক আমি নই। কিন্তু

কয়েক হাজার রাউণ্ড গুলি আমার কাছে আছে, আর আমার নিশানাও ভালো। আমি দেখেছি ভয়ানক দাঙ্গাপ্রিয় লোকও শটগান দেখলে দমে যায়। নিজের দেহ ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন হোক এটা কেউ চায় না। যাক অনেক কাজ রয়েছে আমার হাতে, এখন বলো, আপোষে ফিরবে, নাকি তোমাদের কবর দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে আমার?'

মানেন্মানে কেটে পড়লো ওরা। সবার আগে টেড হার্পার।

তিনদিন পর বেড়া খাড়া করা হলো। পলের বাসা থেকে শহরে যাবার সফ্রু পাসের মুখ আটকে তৈরি হলো একঘোড়া সমান উঁচু, ষাঁড় ঠেকানোর মতো শক্ত একটা কাঁটাতারের বেড়া। ছয়জন রাইফেলধারী পাহারায় থাকলো কেউ যেন বেড়া কাটতে না পারে।

বাকবোর্ডে চড়ে পাসের দিকে পলকে এগোতে দেখে ওরা নিজেদের রাইফেল হাতে তুলে নিলো। বেড়া পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই থেমে গাড়ির পিছন থেকে এক বাঙালি কাঁটাতার নামালো পল। অবাক হয়ে সবাই চেয়ে চেয়ে দেখলো চোখের সামনেই তাদের বেড়ার পাশে আরও উঁচু, আরও শক্ত একটা নিজস্ব বেড়া খাড়া করলো পল। নয় সারি তারের জায়গায় ওরটায় রয়েছে চোদ্দ সারি তার। আর চল্লিশ ফুট পাসের মুখ আটকাতে পাঁচটা খুঁটির জায়গায় সে বসালো নয়টা। এরপর বোকার মতো ওদের দাঁড় করিয়ে রেখে বাকবোর্ডে চড়ে ফিরে গেলো সে।

জনাখন নাইট হঠাৎ হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়লো।

এলাকার সবচেয়ে কঠিন আর শক্তিশালী লোক বলে ওর সুনাম আছে। যেমন হঠাৎ শুরু তেমনি হঠাৎই আবার হাদি খামলো। ‘প্রথম শ্রেণীর একদল হাঁদা আমরা,’ তেতো বিরক্ত হয়ে মস্তব্য করলো সে। ‘লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার! বাড়ি চললাম আমি!’

মাথা হেঁট করে অন্যরাও যে যার ঘোড়ার দিকে এগোলো। লজ্জায় কেউ কারো চোখের দিকে চাইতে পারছে না। এর পর থেকে কেউ আর কথা প্রসঙ্গেও বেড়ার কথা মুখে আনেনি।

তবু পল কি করে এটা জানার কৌতূহল সবারই রয়েছে। কারণ ঘোড়া নিয়ে টেবল মাউন্টেন উপত্যকা থেকে শহরে পৌঁছানোর আর কোনো উপায় থাকলো না। শহরে যেতে হলে এখন ওকে হেঁটে আসতে হবে। তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করার পর একদিন পল বাকবোর্ড নিয়ে শহরে এসে হাজির—দরকারি জিনিসপত্র কেনাকাটা করে বাড়ি নিয়ে যাবে। ওরা ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে দেখে এলো বেড়া অক্ষতই রয়েছে।

জিজ্ঞেস করলে স্বীকার করবে না বটে, কিন্তু জ্যাক এতে যেন একটু আশঙ্কাই হলো। তবু আর সবার মতো তারও কৌতূহল কিছু কম নয়। এলাকাটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলো সে। মাসখানেক ঘোরাফেরা করার পর একদিন শহরে এসে বললো, ‘তোমরা জানো ওই ব্যাটা মেক্সিকান কি করেছে? পাহাড়ের ভিতর দিয়ে টানেল খুঁড়ে রাস্তা বের করে নিয়েছে।’

জ্যাক ছাড়া অন্য কেউ কথাটা বললে সবাই হেসে উড়িয়ে দিতো। ওটা টেবল মাউন্টেনেরই একটা অংশ—ওই শক্ত পাথ-

রের ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার প্রশ্নই ওঠে না। সবাই মিলে কথাটা যাচাই করতে গিয়ে দেখলো সত্যিই তাই। কালো একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের লালচে দেয়ালের গায়।

এ কি করে সম্ভব হলো? এ যে অসম্ভব ব্যাপার—কিন্তু তাই করেছে সে।

টানেলের মুখটা বেড়া দিয়ে আটকানোর কথা কেউ তুললো না।

কয়েকদিন পর উইলো স্প্রিংসের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে পল দেখলো উইলো বন থেকে বেরিয়ে আসছে একজন আরোহী। ওকে দেখে থেমে দাঁড়ালো মেয়েটা।

শীলা ছিল।

কাছে এসে গাড়ি থামালো পল। হ্যাট ছুঁয়ে অভিবাদন জানিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ‘কেমন আছো, ম্যাম?’ গরম আবহাওয়া, খরা, এসব ফালতু আলাপের মধ্যে না গিয়ে ঘোড়ার পায়ের দিকে দেখিয়ে বললো, ‘দেখা যাচ্ছে প্রায় ঠিক হয়ে এসেছে।’

‘হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক হলো—সেরে উঠছে পিটো।’

ওর সাথে পলের গল্প করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু আবার এড়িয়েও যেতে চাইছে কারণ এ থেকে অপ্রীতিকর বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে। শীলা ছিল এই এলাকার সেরা সুল্লরী। গত তিন মাস কারো সাথে কথা বলার সুযোগ পায়নি পল। নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে এই মেয়েটাকে সে গত তিন বছর হলো মনেমনে ভালোবাসে।

‘তোমার কথামতই থরাও এলো,’ এটাও যেন পলেরই দোষ এমন সুরে বললো মেয়েটা। ‘তুমি যা বলো তাই কেমন করে যেন ফলে যায়।’

একটু লাল হলো পল। ‘একটু চোখ খুলে চললে যে কেউ বলতে পারবে মিরর ভ্যালির কপালে ছুঁর্ভোগ আছে,’ বললো সে। ‘গরু চরিয়ে সব ঘাস খাইয়ে ফেলায় এখন পানি ধরে রাখার মতো ঘাসও নেই। বছর দুই আগে সাবধান হলে এর বেশির ভাগই ঠেকানো যেতো।’

মাথা থেকে হ্যাঁটটা খুলে কালো ঘন চুলের ভিতর দিয়ে আঙুল চালালো সে। ‘আমি সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কেউ আমার কথা-কানে তুললো না। আমি যে মলি ও’হারার মেজ্জিকান সন্তান! আমি কি জানবো?’

তার স্বরে তিক্ততা প্রকাশ পেলো। চেপ্টা করেও ঢেকে রাখতে পারলো না—অনেক সহ্য করেছে সে।

মলি ও’হারা জিম সিরেনোকে বিয়ে করায় মিরর ভ্যালি ফুঁক হয়েছিলো। অনেকেই চোখ ছিলো মলির ওপর—শীলার বাবা টিমোথি হিলও তাকে পছন্দ করতো। কিন্তু মিগেল সিরেনোর সাথে দেখা হওয়ার আগে কাউকে সে কথা দেয়নি।

টেবল মাউন্টেনের জমিটা কিনে দীর্ঘ চার বছর ওদের কুসংস্কার আর অসহযোগিতার সাথে লড়ে শেষ পর্যন্ত পলের দু’বছর বয়সে মিরর ভ্যালি ছেড়ে চলে যায় মিগেল।

কঠিন পরিশ্রম করে যথেষ্ট উন্নতি করেছিলো সে। বড় হয়ে মিরর ভ্যালির অনেক গল্পই শুনেছে পল। পনেরো বছর বয়সে সে

আবার ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলো। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে তার যদি বিশ বছরও লাগে তবু সে লড়বে।

‘গরু কিভাবে পালতে হয় এটা আমার বাবার অন্তত জানা উচিত,’ প্রতিবাদ করলো শীলা। ‘সে যত গরু পেলে বড় করেছে তত গরু তুমি চোখেও দেখোনি।’

‘আমার বয়স চব্বিশ,’ পল বললো, ‘আমার অনেক কিছু শেখা বাকি রয়েছে, এটা ঠিক। কেবল বয়স বাড়লেই বিচক্ষণ হওয়া যায় না। সুন্দর সমৃদ্ধ একটা নতুন এলাকায় এসে বসবাস শুরু করলেও দেখে শুনে রাখতে না পারলে সবসময়ে ওই অবস্থা যে থাকে না, এটা তোমার বাবাকে কে বোঝাবে? আর সবার অবস্থাও একই। মাত্রার অতিরিক্ত পশু পালছে ওরা। তোমাদের র্যাঞ্জে একবার বেড়াতে গিয়ে ভালোর জন্যে কিছু পরিবর্তনের কথা আমি বলেছিলাম কিন্তু তোমার বাবা আমাকে বোকা আর অবুঝ ঠাওরালো।’

‘কিন্তু পল,’ যুক্তি দেখালো শীলা, ‘লক্ষ লক্ষ মোষ এইসব এলাকায় চরে বেড়াতো। কয়েক হাজার গরু এই সম্পদ কি করে নষ্ট করবে?’

‘তোমার বাবাও একই কথা বলেছিলো,’ বললো সে। ‘কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছো মোষের দল কখনও চলা থামায়নি। তারা চলে গেলে ঘাস আবার বড় হবার সুযোগ পেয়েছে। তখন আবার এসেছে ওরা। কিন্তু এখন র্যাঞ্জ বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয়ার ফলে গরুগুলো একই এলাকার ঘাস খাচ্ছে।’

অস্থির হয়ে উঠলো শীলা। ‘তোমার সবদময়ে কেবল ওই

একই কথা। অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলতে পারো না?’

‘শুনলে, অনেক কথাই বলতে পারি। আমার ওখানে যাবে, শীলা? নিজের চোখেই সব দেখে আসবে?’

‘তোমার ওখানে?’ মনে মনে একটু দমে গেলো সে।

কিন্তু তার কৌতূহল পুরোপুরি আছে। ওখানে সে কেমন আছে, কি করছে তা এদিককার কেউ কখনও দেখার সুযোগ পায়নি। ওরা শুধু এটুকু জানে যে পল তার কেনাকাটা নগদ পয়সায় করার ক্ষমতা রাখে—কিন্তু কি করে?

সেও তাদের মতোই গরু পোষে। বিক্রি করার জন্যে অ্যারাগনে তার গরু নিয়ে গিয়েছিলো। এদিককার কেউ সচরাচর ওখানে যায় না। ওরা জানে ইচ্ছা করে ওদের এড়িয়ে যাবার জন্যেই পল অ্যারাগনে গেছে।

‘সেটা ঠিক দেখায় না,’ বললো শীলা। বলেই বুঝলো অজু-হাতটা অত্যন্ত দুর্বল হলো। এর আগেও সে এমন বহু কিছুই করেছে যা অনোর চোখে এর চেয়ে অনেক বেশি অসঙ্গত।

‘তাছাড়া ওই অন্ধকার টানেলের ভিতর দিয়ে যেতে আমার ভয় করবে। যাহোক, ওটা কি করে বানাতে তুমি?’

‘কাজটা তেমন কঠিন কিছু না। দেখতে চাও?’

তার বাবা এটা পছন্দ করবে না, কিন্তু তার কৌতূহল বাধ মানছে না। শেষ পর্যন্ত কৌতূহলই জয়ী হলো।

গুটিগুটি পলকে অল্পদরণ করলো শীলা। বাকবোর্ড নিয়ে টানেলে ঢুকলো পল। শীলা তার পিছনে। বাকবন্ধিন ছুটো অন্ধকার টানেল দিয়ে চলতে অভ্যস্ত। কিছুদূর গিয়ে সামনে

আলো দেখা গেলো। টানেল থেকে বেরিয়ে সামনের দৃশ্য দেখে ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে পড়লো শীলা। শ্বাস নিতেও ভুলে গেছে সে।

উপত্যকার বিশালতাটাই প্রথম চোখে পড়ে। তার ধারণা ছিলো জায়গাটা খুব ছোট হবে। কিন্তু দেখলো চারদিকে উঁচু পাহাড়ের মাঝে হাজার হাজার একর জমি রয়েছে ওখানে। তার একটু আগে দেখা দৃশ্যের সাথে এর কোনো মিলই নেই। বরং ঠিক বিপরীত।

সবুজে ঢাকা সুন্দর আর মনোরম এই উপত্যকা। এঁকেবেঁকে একটা পথ এগিয়ে গেছে পাথরের তৈরি বাড়িটার দিকে। রাস্তার দু’পাশের মাঠেই তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ডানদিকের জমিতে ভুট্টা, আর বাঁয়ের জমিতে ক্লোভার (clover) বোনা হয়েছে। পাশ দিয়ে যাবার সময়ে দেখলো ভুট্টা গাছগুলো ওর কাঁধ সমান লম্বা।

‘নিচে ওঠা কি, ঘাস?’

‘বেশির ভাগই ঘাস। কিছু আছে গ্ৰ্যাক গ্রামা, কিছু কালি মেসকাইট ঘাসও রয়েছে। প্রচুর ঘাস হয় এই এলাকায়—তবে আমি সাবধানে নজর রাখি। একই জমিতে বেশিদিন গরু চরাই না। উপত্যকাটা ওপাশে একটা ক্যানিয়নে পড়েছে। তার পরেই ‘লঙ ভ্যালি’—আদি নাভায়ো ইণ্ডিয়ানরা ওখানে ভেড়া চরায়। ওদের সাথে চুক্তি করে নিয়েছি—ওখানেও কিছু গরু চরাই আমি। প্রত্যেক ভাগে পনেরোটা করে গরু রাখি—তবে আসলে তিরিশটা পর্যন্ত খাওয়ানো সম্ভব।’

বাবাকে যদি এসব দেখাতে পারতো! ভাবলো শীলা। হাজার বললেও বাবা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না ওর কথা।

‘কিন্তু পানি? পানি তুমি কোথায় পাও?’

‘এই এলাকায় পানির বড় অভাব। বেশির ভাগ বৃষ্টিই হয় গ্রীষ্মের শেষ দিকে। আমি ফিরে আসার সময়ই জানতাম আমাকেও এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। ডায়নামাইট দিয়ে পাথর ফাটিয়ে প্রথম গ্রীষ্মেই তিনটে বাঁধ তৈরি করেছি আমি।

নিচু এলাকাগুলোতে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থাও করেছি। এখন বাঁধের পিছনে তিনটে ছোটছোট লেক তৈরি হয়েছে—আর এর ফলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কিছু পুকুরেরও সৃষ্টি হয়েছে। গ্রীষ্মের শেষের দিকে এগুলো শুকিয়ে যায় বটে, কিন্তু তখন বৃষ্টির জন্যে আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় না। টিনের চালের ওপর থেকে পানি যেমন ক্রত নেমে আসে, এদেশে বৃষ্টির পানিও পাহাড়ের গা বেয়ে তেমনি করে নেমে আসে। তাই যতটা সম্ভব ধরে রাখার চেষ্টা করতে হয়। অবশ্য এর জন্য আমি কিছু কুয়াও খুঁড়েছি।’

বিভোর হয়ে পলের কথা শুনছে শীলা। হঠাৎ একটা ভয় ওকে বিব্রত করতে শুরু করলো। টেড হার্পার যদি এসব দেখে তবে তার মনের জ্বালা নির্ধাত দ্বিগুণ হবে।

এবার সে টানেলের কথা জানতে চাইলো।

‘পল? ওই সুড়ঙটা তুমি কি করে তৈরি করলে?’

দাঁত বার করে হাসলো পল। ‘টানেলের দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত একটা গুহা আগে থেকেই ছিলো। পাহাড়ের মাথায় উঠে মাপ-জোক করে বাকিটুকু আমি কেটেছি।’

‘ইন্ডিয়ান নাভায়ো সর্দার ‘টু-মুনস’ কোনো ঝামেলা করে না?’

‘মোটোও না। আমার পরিকল্পনার কথা ওকে জানিয়েছি আমি সাথে সাথেই বুঝেছে সে। নাভাজো ইন্ডিয়ানরা পশু চরানোর ব্যাপারটা খুব ভালো বোঝে। তাছাড়া বিনিময়ে আমি তাকে ভালো দাম দিচ্ছি। এতে আমাদের উভয় পক্ষেরই লাভ হচ্ছে।’

হেঁটে ফেরার পথে বাড়িটার দিকে তার চোখ গেলো। ভিতরটা দেখতে কেমন জানতে খুব ইচ্ছে করছে ওর। কিন্তু ভিতরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলো না পল।

জোয়াল থেকে খুলে ঘোড়া দুটোকে আস্তাবলে রেখে আর একটা ঘোড়ায় জিন চাপালো। ‘বেলা পড়ে আসছে,’ বললো সে। ‘চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।’

পথে দুজনের কেউই বিশেষ কথা বললো না। পলের মনটা একদিকে খুশি, অন্যদিকে বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে। শীলাকে ভালো-বাসে সে, কিন্তু ওকে যারা ভিটে-ছাড়া করতে চায় তাদের দলে ওর বাবাও আছে। বেড়া দেয়ার ব্যাপারেও তার মৌন সম্মতি ছিল।

পলের প্রতি কারও প্রসন্ন হওয়ার কোনো কারণ ঘটেনি—বরং শহরের দোকানে আজ যা ঘটেছে তাতে আরও দূরে সরে যাবে সবাই। অনেকেই টেডের মোকাবিলা না করে তার ফিরে আসা-টাকে খুশি মনে কাপুরুষতা বলে মনে করবে।

গেটের সামনে ঘোড়া থামিয়ে সে বললো, ‘তুমি আবার

এলে খুব খুশি হবো। তোমার বাবাকেও নিয়ে এসো।’

‘বাবাকে ওখানে নেয়া যাবে না, পল।’ শীলার মনে যে পলের জায়গা কোথায় তা সে নিজেও ভালো করে বোঝে না। পল অনেক কথা বলেছে আজ। ওর ভিতরের মানুষটাকে আজ কিছুটা চিনতে পেরেছে। তবু তাকে যেন পুরোপুরি বোঝে না শীলা। অন্যান্য যাদের সাথে সে মিশেছে তাদের চেয়ে অনেক গভীর ওর মন।

‘তুমি দারুণ সুন্দরী, শীলা।’ কথাগুলো এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে এলো যে অবাক হয়ে মুখ তুলে চাইলো সে। ‘এত সুন্দর যে হৃদয় মুচড়ে ওঠে। ইচ্ছা হয়—’

একটা কালো আকৃতি গেটের দিকে এগিয়ে এলো। ‘শীলা, তুমি ওখানে? তোমার সাথে ওটা কে?’

‘ম্যাক্স? পলকে বিদায় জানাচ্ছি আমি।’

‘কে?’ বিস্ময়ের সাথে কিছুটা রাগও প্রকাশ পেলো ওর স্বরে। ‘ওই অসুভা মেজিকানটা তোমাকে বিরক্ত করেছে? ওকে আমি—’

‘উত্তেজিত হবার কোনো কারণ নেই,’ বললো পল। ‘মিস হিলকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এসেছি আমি।’

ঠেলা দিয়ে গেটটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো ম্যাক্স। ‘শোনো, চান্দু! কথা বাড়িও না। ভালো চাও তো সোজা ঘুরে বাড়ির দিকে রওনা হও। নইলে পিটিয়ে তোমার মাথা ছাতু করে দেবো!’

‘ম্যাক্স!’ প্রতিবাদ করলো শীলা? ‘এসব কি কথা!’

পালের ঘোড়ার পাশে চলে এসেছে ম্যাক্স। বিশাল দেহের

অধিকারী। অনেকটা লাটিমের মতো ওর দেহ—উপর দিকটাই বেশি ভারি। হিল র‍্যাঙ্কের ফোরম্যান হিসাবে ওই পরিবারের সাথে কিছুটা একাত্ম বোধ করে সে। তাছাড়া শীলার একটা বিশেষ স্থান রয়েছে ওর মনে। শীলা বা ওর বাবার কাছ থেকে কোনো রকম প্রশ্রয় সে পায়নি, তবু মনে মনে ওকে আপন করে নিয়েছে। আজ চাঁদের আলোয় পলের সাথে শীলাকে দেখে ওর মাথায় রক্ত চড়ে গেছে।

‘এটা মেয়েদের ব্যাপার নয়! তুমি বাড়ির ভিতরে যাও।’

পলকে ঘোড়ার পিঠ থেকে টেনে নামাবার জন্যে হাত বাড়ালো সে। পল এত দ্রুত নড়তে পারে আশা করেনি ও। ধরার সাথে সাথে জিনের ওপর দিয়ে অন্য পা-টাকে ঘুরিয়ে এনে দৈত্যের মতো লোকটার বুক গোড়ালি দিয়ে লাথি মারলো পল। টলতে টলতে পিছিয়ে গেলো ম্যাক্স। লাফিয়ে নিচে নামলো পল।

ম্যাক্স টাল সামলে না উঠা পর্যন্ত স্থির হয়ে অপেক্ষা করলো। ‘তোমারও লক্ষ্মী ছেলের মতো বাড়ি ফিরে যাওয়াই উচিত হবে, ম্যাক্স,’ বললো সে। ‘তবে মার খাওয়ার খুব সখ থাকলে তা মিটিয়ে নিতে পারো।’

‘মার খাবো? আমি?’ বিশাল দেহের জোরেই বেশ কয়েকটা মারপিটে জিতেছে ম্যাক্স। নিজের সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা তার।

মারমুখো হয়ে এগোতে গিয়ে পলের বাঁ-হাতি ঘুসি খেয়ে খামতে বাধ্য হলো ম্যাক্স। ঠোঁট খেঁতলে গেছে। এখন সাবধান হয়ে সামনে বুককে হাত ছুটো উচু করে আবার এগোলো। এবারে জামার হাতা ধরে হেঁচকা টানে ওর ভারসাম্য নষ্ট করে পায়ে লাথি

মারলো পল। হুই হাত আর হাঁটুর ওপর পটকান খেলো সে।

দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে পল সিরেনো। মাটি ছেড়ে অর্ধেক উঠেই লম্বা ঝাঁপ দিলো ম্যাক্স। সরে গিয়ে আবার অপেক্ষায় রইলো সে।

ধীরে, খুব সাবধানে মাটি ছেড়ে উঠলো ম্যাক্স। বজ্রারের অনু-করণে হাত ছুটো বাগিয়ে সামনে বাড়লো সে। একপাশে সরে গেলো পল। হাত ঘুরিয়ে আনাড়ির মতো ওর গালে একটা ঘুসি লাগালো ম্যাক্স। ঘুসিটা হজম করে পল পরপর তিনটে কঠিন আঘাত হানলো ওর পাজরে। পরের আপার-কাট ঘুসিটা খেয়ে ম্যাক্সের খুতনি আকাশমুখী হলো।

রাগে অন্ধ হয়ে বুনো গোয়ারের মতো হুহাতে ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে এলো ম্যাক্স। মাত্র একটা ঘুসি ঠিকমতো লাগলো—কিন্তু এবারেও পিছালো না পল। ডান হাতে ওর পেটের ওপর প্রচণ্ড একটা মার মেরে বাম হাতে হুক করলো।

ঘুরলো ম্যাক্স—পলের ঘুসি ঠেকাতে শূন্যে থাবা মারলো সে। ধোঁকা দিয়েছিলো পল—হাত ওঠাতেই ডান হাতে পাজরের ওপর মারলো—আরেকটা, তারপর আরও একটা! বিরান্ট দেহ হলেও মারপিটের কলাকৌশল ম্যাক্সের জানা নেই। কুস্তিগিরের ভঙ্গিতে পা ছুটো বেশ ফাঁক রেখে আবার এগোলো সে। বাম হাতে একটা মেরে ডান হাতের ঘুসিতে ওকে ফেলে দিলো পল। ধীরে আবার উঠে দাঁড়ালো ম্যাক্স। আবার তাকে ঘুসি মেরে ওকে মাটিতে ফেলে দিলো সে।

হাঁটুর ওপর উঠে বসলো ম্যাক্স। পায়ের ওপর দাঁড়াবার

ক্ষমতা নেই। ‘আগেই তোমাকে বলেছিলাম, ম্যাক্স,’ বললো পল। ‘নিজের দোষেই মার খাচ্ছো খামোকা।’

কোনোমতে এবার উঠে দাঁড়াল ম্যাক্স—মাতালের মতো টলছে। ‘আমি কখনও রাগ পুষে রাখি না,’ হাত বাড়িয়ে দিলো পল। ‘এসো, রাগ ভুলে হাত মেলাই।’

পলের বাড়ানো হাতটাকে উপেক্ষা করলো ম্যাক্স।

ঘোড়ায় চাপলো পল। ‘আমি হুঃখিত, শীলা,’ বললো সে, ‘তোমার সামনে এমন কিছু ঘটুক, তা আমি চাইনি।’

‘তুমি এবার যাও,’ ঠাণ্ডা স্বরে বললো শীলা।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে রওনা হলো পল। চাঁদের আলোয় বিজন মাঠ ধূসর দেখাচ্ছে।

মুখ মুছলো ম্যাক্স। ‘এভাবে মার খেলাম দেখে নিশ্চয় তুমি আমাকে একটা অপদার্থ ভাবছো?’

গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লো সে। ‘না, ম্যাক্স, তা নয়। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমরা সবাই একটা বিরান্ট ভুল করছি!’

গলা পরিষ্কার করলো ম্যাক্স। ‘সবার কথা জানি না, আমি যে একটা ভুল করেছি তা হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছি।’

বৈঠকখানার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে অবাক হলো শীলা। তার বাবার সাথে পাঁচ-ছয়জন লোক কথা বলছে। জ্যাক আর টেড হার্পারও রয়েছে ওখানে। ওদের সাথে আরও আছে জনাথন নাইট, রডনি মার্শ, গ্রেহাম গ্রীন, ফিল হোয়াইটহেড, আর একজন শক্ত চেহারার লোক—ওকে চেনে না শীলা।

‘একটা উপায় আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে, নইলে সর্বনাশ হবে,’ ফিল বলছিলো। ‘মশা-মাছির মতো মরছে আমার গরু!’

‘আমারগুলোও,’ বললো টেড হার্পার। ‘ওয়াটার হোলগুলো সব শুকিয়ে গেছে, ঘাসও সব শেষ।’

রডনি মার্শ বলে উঠলো, ‘আমার মতে শুধু খরাই খে ক্ষতি করেছে তা নয়—কিছু চুরিও যাচ্ছে।’

‘এই এলাকা থেকে বার্ট স্কোভিকে তাড়িয়ে দেয়ার পর আর এখানে কারিও গরু চুরি হয়নি।’

‘ওই মেক্সিকানটার কাছে সব সময়েই টাকা থাকে,’ বললো টেড। ‘এতো টাকা সে কোথায় পায়?’

‘ওর র‍্যাঙ্কটা যদি তুমি নিজের চোখে দেখতে,’ জবাব দিলো শীলা, ‘তবে আর এ প্রশ্ন তুলতে না। ওর পরামর্শ না শুনেই তোমাদের আজ এই দশা।’

চমকে মুখ তুলে চাইলো টিমোথি হিল। ‘শীলা? একথা বলছো কেন? ওর র‍্যাঙ্ক তুমি কবে দেখলে?’

‘আজ,’ শান্ত গলায় জবাব দিলো শীলা। ‘ও নিজেই দেখাতে চাইলো—আমিও গিয়ে দেখে এলাম।’

‘ওই লোফার মেজের সাথে ওর র‍্যাঙ্কে গেছিলে তুমি?’

‘এক মিনিট, টিম,’ হাত তুলে ওকে থামালো টেড। ‘মানে, তুমি বলছো ওখানে ঘাস আছে?’

‘হ্যাঁ, আছে!’ ওর জবাবে সবার প্রতিক্রিয়া দেখে ভিতরে-ভিতরে একটা পুলক বোধ করলো শীলা। ‘পুরো এলাকাটাই সবুজ আর সুন্দর! পানিও আছে—প্রচুর পানি। ওখানে সে

শস্যের চাষও করছে!’

‘শস্য?’ বিস্মিত হলো জ্যাক। ‘ও কি ওখানে চাষাবাদ করছে নাকি?’

‘না, ঠিক চাষাবাদ নয়—নিজের জন্যে কিছুটা বুনেছে। বাড়তি যা হয় সে বিক্রি করে।’

‘ঘাস আর পানি তুমি নিজের চোখে দেখেছো?’ প্রশ্ন করলো জ্যাক।

‘হ্যাঁ, নিজের চোখে দেখেছি। আর এ-ও দেখেছি যে সে যা করেছে তোমরাও সহজেই তা করতে পারতে। মাত্র চার বছরেই সব কিছু করেছে পল।’

‘তুমি কি এখন ওর পক্ষ নিয়েছো?’ জিজ্ঞেস করলো রডনি।

‘না! আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই তার কথাই যে ঠিক এটা সে হাতেনাতে প্রমাণ করেছে। তোমরাই ওর কথা না শুনে ভুল পথে চলেছো।’

একই সামনে ঝুঁকে এলো টেড। ‘পানি কোথায় আছে? “কটনউড পাস”—এ?’

‘কটনউড আর স্প্রিং ভ্যালি, দুই জায়গাতেই বাঁধ দিয়েছে। বাঁধের ওপর গাছের চারা লাগিয়েছে যেন বাঁধের পাড় না ভাঙে।’

‘চমৎকার!’ নিজের উরুতে চাপড় দিলো টেড। ‘আমাদের সমস্যার সমাধান পেয়ে গেছি!’

‘তার মানে?’ আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে মুখ তুলে চাইলো রেড বিল।

‘ওর ওখানে পানি রয়েছে; বেড়া খুলে আমাদের গরুগুলোকে

ওখানে নিয়ে গেলেই হলো। এত পানি একা ভোগ করার কোনো অধিকার নেই ওই পাঞ্জি মেক্সিকানের। আমাদের গরু মরবে আর ব্যাটা বিদেশী বসে বসে মজা দেখবে—অসম্ভব !’

খটাস করে মেঝের সাথে চেয়ারটা ঠুকে উঠে দাঁড়ালো জনাথন নাইট। ‘তুমি কি বলতে চাও ওর বিরুদ্ধে এত কিছু করার পর ওর কাছেই পানি চাইতে তোমার বাধবে না একটুও?’

‘চাইতে যাচ্ছে কে?’ রোষের সাথে বললো টেড। ‘বেড়া ভেঙে আমরা আমাদের গরু ছেড়ে দেবো—ওরা নিজেরাই ঘাস আর পানি খুঁজে নেবে।’

‘আমরা তা পারি না,’ প্রতিবাদ করলো রেড বিল। ‘এটা ঠিক না।’

‘ঠিক বেঠিক বুঝি না,’ তিজু গলায় বললো টেড। ‘পথের ফকির হতে চাও? চোখের সামনে তোমার গরুগুলো মরে যাবে আর তুমি হাত-পা গুটিয়ে বসে দেখবে?’

‘এমন একটা কাজ তোমরা করবে?’ প্রশ্ন করে একে একে সবার মুখের দিকে চাইলো জনাথন।

‘আমি করবো,’ বলে উঠলো রডনি। ভালোমানুষি দেখিয়ে কি গরুগুলো হারাবো?’

নীরব ঘৃণা ভরা চোখে রডনির দিকে চাইলো শীলা।

‘না, রডনি,’ ধরা কণ্ঠে বললো জনাথন, ‘অত ভালোমানুষ আমি নই। কিন্তু আজ পর্যন্ত আর কারোটা মেরেও খাইনি। ওই ছেলেটার জীবন আমরা গায়েপড়ে হুঁবিষহ করে তুলেছি। ওকে তাড়াতে চেয়েছি—যায়নি। বেড়া দিয়ে আলাদা করে

দিয়েছি—তবু কষ্ট করে সে টিকে থেকেছে। আমাদের ভালোর জন্যে পরামর্শও দিয়েছে—কিন্তু ওর কথায় কান দিইনি আমরা। আজ তোমরা তার সব কষ্টের ফল নষ্ট করে দিতে চাইছো। ওই সামান্য ঘাসে আমাদের এতগুলো গরুর কয়দিন চলবে? সব মিলে মোট অন্তত সাত-আট হাজার গরু আছে আমাদের। বল, কয়দিন চলবে?’

‘জানি না, ওসব কোনো কথাই আমি শুনতে চাই না,’ বললো টেড। ‘আমাদের মাঝখানে ওর কোনো জায়গা নেই। আমার গরু, আমি বাঁচাবো।’

‘সেও হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না, লড়বে,’ বললো জ্যাক।

‘আমিও তাই চাই।’ উল্লসিত হয়ে বললো টেড। ‘নবাব পুতুরকে দেখে নেবো। আমাদের মুখের ওপর বড়লোকি দেখিয়ে সোনার মুদ্রা দেখানো বের করবো।’

‘কিন্তু সত্যিই লড়লে কি হবে?’ প্রশ্ন করলো রেড বিল।

‘ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই আমরা জায়গা দখল করেছি—করিনি? স্কাভির দলের লোকজনের বিরুদ্ধেও আমাদের লড়তে হয়েছে—হয়নি?’ যুক্তি দেখালো টেড হার্পার।

অবিশ্বাস ভরা চোখে ওর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে শীলা।

‘এমন একটা কাজ সত্যিই তুমি করতে পারবে? কেমন মানুষ তুমি, টেড? লোকটা এত পরিশ্রম করে যা কিছু করেছে সবই যে নষ্ট হয়ে যাবে।’

‘আমাদের গরুগুলো এতে বাঁচবে, মিস হিল।’ ওকে সমর্থন করলো ফিল। আমাদের পরিবার পরিজনদের কথা আমাদের

ভাবতে হবে। তোমার বাবারও আমাদের মতো একই সমস্যা।
ঋণে ডুবে আছি আমরা।’

‘সে যদি এখানে না থাকতো তখন তোমরা কি করতে?
বোকার মতো আমি যদি তোমাদের সব কথা না জানাতাম—
তখন?’

‘কিন্তু সে তো আছে,’ জবাব দিলো ফিল। ‘আর তোমাকেও
ধন্যবাদ—এখন আমরা জানি ওর কি আছে। ওই পানিতে
আমাদের পশুগুলো হয়ত মাসখানেক বাঁচবে, কিন্তু আশা করা
যায় ততদিনে বৃষ্টি এসে যাবে। আমি এর পক্ষে আছি।’

‘আমিও!’ ঘোষণা করলো টেড।

‘এটা ঠিক নয়,’ প্রতিবাদ করলো টিমোথি হিল। ‘ওখানে যদি
পানি থাকে সেটা ওর কঠোর পরিশ্রমের ফল। ওতে আমাদের
কোনো অধিকার নেই।’

‘ঠিক আছে,’ বলল টেড। ‘তুমি যদি স্বেচ্ছায় দেউলে হতে চাও
তাতে আমাদের বলার কিছু নেই। আমার গরুগুলো মরলে
আমি একেবারে শেষ হয়ে যাবো। তোমার একটা ওয়াটার হোল
থাকলে সেটা আমাকে ব্যবহার করতে দিতে না তুমি? সে কেন
বেড়া দিয়ে এটা একা ভোগ করবে?’

জনাথন নাইটের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা তার
পছন্দ হচ্ছে না। ‘কিন্তু বেড়াটা দিয়েছিলো কে? যতদূর মনে
পড়ে এতে তোমার উৎসাহই ছিলো সবচেয়ে বেশি।’

‘তাতে কি?’ দমবার পাত্র নয় টেড। ‘আমরা বেড়া দিয়েছি—
আমরাই বেড়া ভাঙবো। আমাদের গরু ছেড়ে দেবো ওখানে—

তারপর দেখা যাবে কি হয়। বেড়ার কারণে আমি আমার গরু-
গুলোকে মরতে দেবো না।’

‘আমিও একমত,’ ফিল হোয়াইটহেড বললো। ‘এছাড়া সর্ব-
নাশ হয়ে যাবে আমার।’

‘আমারও একই কথা,’ মত প্রকাশ করলো গ্রেহাম গ্রীন।

‘যাবার জন্যে তৈরি হলো জনাথন। ‘তোমার কি মত,
টিমোথি?’

ইতস্তত করছে সে। চোখের সামনে তার মরণাপন্ন গরুগুলোর
চেহারা ভাসছে। চোখ তুলে তাকালো না টিমোথি, বললো,
‘সবাই যা বলে আমি সেই দিকেই আছি।’

সবার মুখের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলো জনাথন; তারপর
বললো, ‘এর চেয়ে আমার সব গরু মরে যাক—সেও ভালো।
গুড নাইট!’ বীতশ্রদ্ধ হয়ে বেরিয়ে গেলো সে।

উঠে পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়ালো রডনি। ‘ব্যাটাকে
আমি—’

‘ভুলেও সে চেপ্টা করো না,’ শুক কণ্ঠে বললো জ্যাক। ‘পিস্তল-
বাজিতে ওর কাছে তুমি শিশু।’ সবার মুখের দিকে একবার চেয়ে
সে আবার বললো, ‘জানি না, ব্যাপারটা আমার কাছেও একটু
কেমন কেমন ঠেকছে।’

‘যাক, তাহলে এটাই স্থির হলো,’ ঘোষণা করলো টেড।
‘রডনি, গ্রেহাম, ফিল, টিমোথি আর রেড—তোমার খবর কি,
রনি?’

‘নিশ্চয়, আমিও তোমাদের সাথেই আছি,’ বললো সে।

‘ওই মেক্সিকানটাকে আমিও দেখতে পারি না।’

টিমোথি হিল চিন্তিত মুখে আড়চোখে চাইল ওর দিকে। শক্তিশালী কঠিন চেহারার লোক রনি হিউ। এই এলাকায় নতুন এসেছে। একবারই মাত্র ওকে রাগতে দেখেছে টিমোথি। কিন্তু ওই একবারেই বুঝেছে ভীষণ প্রকৃতির লোক সে। সাংঘাতিক মেজাজ। কেউ বাধা দেয়ার আগেই একটা ঘোড়াকে পিটিয়ে হত্যা করেছিলো লোকটা। ওকে পছন্দ করে না টিমোথি। লোকটা সারা সন্ধ্যা কথা বলেনি—কিন্তু শীলার দিকে যেভাবে চাইছিলো তা টিমোথির মোটেও ভালো ঠেকেনি।

উঠলো টেড। ওর চোখ আর গলার স্বরে খুশির আভাস। ‘সোমবার সকালে উইলো স্প্রিংস-এ জড়ো হবো আমরা। রেডা কেটে গরু ছেড়ে দেয়ার পর কেউ আমাদের ঠেকাতে পারবে না।’

শীলা চেয়ে দেখেছে—তার ভিতরটা কেমন যেন খালি খালি ঠেকছে। প্রতিবাদ করতে চাইছে সে, কিন্তু জানে তাতে কোনো লাভ হবে না—কেউ ওর কথা শুনবে না। সবার বেপরোয়া অবস্থা, টেডের ব্যক্তিগত ঈর্ষা আর রডনির নিষ্ঠুরতাই ওদের এই সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এর জন্যে বেশির ভাগ লোকই পরে সারা জীবন নিজেকে ছুষবে। ছর্ভোগকে কি করে কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখা যায় এটাই এখন ওদের একমাত্র চিন্তা। একে একে সবাই বেরিয়ে গেলে বাপকে ধরলো সে।

‘যেভাবেই হোক, এটা তোমাকে ঠেকাতেই হবে, বাবা! পল বেচারার সব কিছু ওদের এভাবে নষ্ট করতে দিও না তুমি।’

‘বেচারা, না? ওর কাছে এতো পানি রয়েছে আর এদিকে আমাদের গরুবাহুর পানি না পেয়ে মরছে। সব পানি একা ভোগ করার কোনো অধিকার তার নেই।’

‘বাঁধগুলো কে তৈরি করেছে? তোমাদের স্টক বাঁচাতে কোনো-রকম উদ্যোগই তোমরা নাওনি—কেবল বসে বসে সে যা বলে আর যা করে তার সমালোচনা করেছে।’

‘ছূপ করো!’ ধমকে উঠলো টিমোথি হিল। অপরাধবোধ তাকে আরও রাগিয়ে তুলছে। ‘ওই মেক্সিকানের পক্ষ নিয়ে তোমাকে আর ওকালতি করতে হবে না। আর আমি কি করবো না করবো সেই পরামর্শ দিতেও কেউ তোমাকে ডাকেনি।’

‘বাবা—’ ঠাণ্ডা স্বর শীলার, ‘এটা জেনো, পল লড়বে। লড়লে কেউ না কেউ মারা পড়বে। স্মুতরাং খুব ভালো করে বিবেচনা না করে কিছু করা ঠিক হবে না।’

টিমোথি হিল জানে তার মেয়ে ঠিক কথাই বলছে। অস্থির ভাবে মাথা নাড়লো সে। ‘বাজে কথা! ভীতু লোক পল। লড়বে না।’

একটু চিন্তা করলো হিল তারপর আবার বললো, ‘সে লড়বে না। টেড হার্পার ওকে সবার সামনে বোকা বানিয়েছিলো—কিছুই বলেনি সে।’

‘তাহলে বাক্স হাউসে গিয়ে ম্যাক্সের কি অবস্থা একটু দেখে এসো। সে-ও মনে করেছিলো পল লড়বে না।’

‘কি? এসব কি বলছো তুমি?’

‘আমাকে পৌছে দিতে এসেছিলো পল। বিদায় নেয়ার আগে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলেছিলাম। নিখুঁত ভদ্র

আচরণই করছিলো সে। গায়ে পড়ে ওর সাথে লাগতে গিয়ে
আচ্ছামতো মার খেয়েছে ম্যাক্স।

‘ম্যাক্সকে মেরেছে পল? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?’

‘বিশ্বাস না হয় নিজের চোখেই দেখে এসো। কাপুরুষ নয়
পল। মনে নেই তোমরা সবাই মিলে যখন ওকে তাড়াতে গিয়ে-
ছিলে, রুখে দাঁড়ায়নি সে? তখন তো কিছুই ছিলো না—এখন
লড়বার আরও কারণ ঘটেছে—রক্ষা করার মতো অনেক কিছুই
গড়ে তুলেছে ও।’ একটু চুপ করে থেকে আবার বললো, ‘আমি
জানি ও লড়বে—খুন হবে মানুষ।’

‘যত সব অলক্ষণে চিন্তা,’ বললো হিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে
বিচলিত হয়ে উঠেছে সে। বাবাকে চেনে শীলা। আজ সন্ধ্যায়
যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এটা তার পছন্দ হয়নি। কিন্তু ওই লোক-
গুলোকে সে চেনে—জানে। পাশাপাশি কাজ করেছে। ওদের
সুপ দুঃখের অংশীদার সে। একমাত্র এই কারণেই ওদের প্রস্তাবে
সায় দিয়েছে। তাছাড়া এই সঙ্কট কাটিয়ে উঠার আর কোনো
পথও নেই।

টিমোথি হিল লড়তে ভয় পায় না। ইণ্ডিয়ান, আউট-ল আর
গরু চোরদের বিরুদ্ধে অনেকবার লড়েছে। আর এখন টিকে
থাকার জন্যে তাকে লড়তে হবে। সে জানে পল সিরেনো বাধা
দেবেই—ওর জায়গায় থাকলে সে নিজেও তাই করতো—হত্যা
করা সমর্থন করে না সে। তার ধারণা ছিলো পালিয়ে যাবে পল।
কিন্তু মেয়ের সাথে কথা বলার পর এখন আর সে নিজেকে
ভোলাতে পারছে না।

‘বাবা!’ মুহূ স্বরে ডাকলো শীলা। ‘আমাকে তুল বুঝো না
তুমি। কিন্তু এটাই যদি তোমার শেষ সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তবে
জেনো আমি পলের হয়ে লড়বো। রাইফেল হাতে ওর পাশে
গিয়ে দাঁড়াবো আমি—ওর যা হয় আমারও তাই হবে।’

‘কী?’ ভ্রাস ভরা চোখে মেয়ের দিকে চাইলো হিল। মুহূর্তের
জন্যে তার মনে হলো যেন স্ত্রীর চোখের দিকে চেয়ে আছে
সে। তিরিশ বছর আগেকার নিজের চেহারাও যেন সে দেখলো
ওখানে।

আর একটা কথাও না বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো শীলা।
ওদিকে কিছুক্ষণ আহত দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ধপ করে চেয়ারে বসে
পড়লো টিমোথি হিল। নানান রকম সংশয় আর সন্দেহের
দোলায় ছলছে তার মন।

হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হচ্ছে—খুব বুড়িয়ে গেছে
যেন। ঘরের আগুনের দিকে চেয়ে বসে বসে ভাববার চেষ্টা করলো
সে। কিন্তু চোখের সামনে কেবল মৃতপ্রায় গরু আর জীবনের
ব্যর্থতার ছবি দেখতে পাচ্ছে।

সেটা ছিলো শুক্রবার রাত। শনিবার ভোরে মিরর ভ্যালি তাগ
করলো একটা বাকবোর্ড। উইলো স্প্রিংসে এসে মোড় নিয়ে
সিরেনো টানেলে ঢুকলো গাড়িটা। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে হাফি,
আর সেই সিদ্ধান্ত মতোই কাজ করেছে সে। টিমোথি হিলের
বাসার মিটিঙের কথা সে কিছুই জানে না। পাইকাররা তাকে
নোটিশ দিয়েছে। এই সঙ্কটের মুহূর্তে এই এলাকার একটি মাত্র

লোক বার কাছে টাকা আছে, সেই পল সিরেনোর কাছেই সাহায্যের আশায় চলছে সে।

টানেলে কোনো পাহারা নেই। উজ্জল আলোয় বেরিয়ে এসে সে দেখলো পল তার ঘরের দরজায় দাঁড়ানো। টানেলের ভিতর ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ তার বাসা থেকে পরিষ্কার শোনা যায়।

বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে সাবধানে আড়ষ্টভাবে নামলো সে। বয়স হয়েছে—আগের সেই দিন আর তার নেই।

‘কেমন আছো, বাছা!’ চশমার উপর দিয়ে পলের দিকে চাইলো সে। ‘আমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছো, তাই না?’

‘ভিতরে এসো,’ আমন্ত্রণ জানালো পল। ‘এইমাত্র বাঁধের একটা ফুটো বন্ধ করে ফিরলাম। একটা ব্যাজার বাঁধে গর্ত করেছিলো আর সেই ফুটো দিয়ে পানি বেরিয়ে যেতে শুরু করেছিলো।’

‘সত্যিই আশ্চর্য!’ ধীরে ঘুরে চারপাশ দেখলো হান্সি। ‘তোমার মা এসব দেখলে গর্বে বোধ করতো। খুব ভালো মানুষ ছিলো তোমার মা।’

‘ধন্যবাদ। অন্য কারও মুখে মায়ের প্রশংসা শুনলে খুব ভালো লাগে। মা আমাকে খুব ভালোবাসতো।’

ভিতরে বসে কফিতে চুমুক দিয়ে আসল কথা পাড়লো হান্সি। ‘সাহায্যের জন্যে তোমার কাছে এসেছি, পল। পাইকাররা আমাকে আর বাকিতে মাল দিতে রাজি হচ্ছে না। নগদ টাকা চায় ওরা। এদিকে আমার মালও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, র্যাঞ্চাররা মাল না পেয়ে ফিরে যাবে।’

‘কত টাকা তোমার দরকার?’

‘অনেক। অন্তত পাঁচ হাজার ডলার দরকার। এর বিনিময়ে ব্যবসার অর্ধেক আমি বিক্রি করে দেবো তোমার কাছে। বুঝতে পারছি সবাইকে এত বেশি বাকি দেয়া আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু কি করবো ওরা যে অন্তরে ভালোমানুষ। বিপাকে পড়েই ওদের এই অবস্থা। আমি জ্ঞানি সময় এলে ওরা ঠিকই আমার পয়সা পাই পাই করে শোধ দেবে। কিন্তু আমি যে আর চলতে পারছি না।’

‘টাকা না পেলে কি তুমি সর্বস্বান্ত হবে?’

‘হ্যাঁ।’

‘আর র্যাঞ্চাররা?’

‘ওরা না খেয়ে মরবে কিংবা অন্যত্র চলে যাবে। খরা এই এলাকার এমন ক্ষতি করেছে যে একটা গরুও আর বিক্রির যোগ্য নেই। পর পর দু’বছর ভালো গেলে তবে হয়ত ওরা এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারবে। ওদের নিজেদের খাবার নেই, গরুর খাবার নেই—পানিও নেই।’

চিন্তিত মুখে নিজের কফি কাপের ভিতর চেয়ে রইলো সিরেনো। একটু পরে সে বললো, ‘ঠিক আছে, আমি তোমার ব্যবসার অর্ধেক কিনতে রাজি আছি, কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে। আমি চাই না, এ ব্যাপারটা আর কেউ জানুক।’

একটু ইতস্তত করল হান্সি। ‘র্যাঞ্চারদের বাকি দেয়ার ব্যাপারে কি করবো? ওরা যে আমার পরিচিত বন্ধু, ফিরিয়ে দিতে আমার খুব খারাপ লাগবে।’

‘ফিরিও না। ওদের যা দরকার দিও। হয়ত এত কিছুর পরে ওদের শিক্ষা হবে—ঠিক মতো র্যাঞ্চ চালানো শিখবে।’

উঠে দাঁড়ালো হাঙ্কি। ওর চেহারায় স্বস্তির ছাপ সুস্পষ্ট। ‘তোমাকে বলতে বাধা নেই—খুব ভয় পেয়েছিলাম আমি। চোখে অন্ধকার দেখছিলাম।’

বাকবোর্ডের দিকে রওনা হলো সে। কি ভেবে একটু থামলো। ‘তুমি কিন্তু একটু সাবধানে থেকো। ওই টেড হার্পার লোকটা অত্যন্ত নীচ। রডনি মর্শিও একই রকম।’

‘ধন্যবাদ। আমি সাবধান থাকবো।’

হাঙ্কি চলে গেলে ঘরে ঢুকে গানবোর্ড পরে উইনচেস্টারটা তুলে নিলো। লঙ ভ্যালি থেকে তার গরুগুলোকে ফিরিয়ে আনার সময় হয়েছে। এক জায়গায় বেশিদিন চরানো ঠিক হবে না। কয়েক সপ্তাহ পর গোটা তিরিশেক অ্যারাগনে নিয়ে বিক্রি করে আসবে।

ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে উঠতে যাবে এই সময়ে আবার ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ কানে এলো। শীলা হিলের ঘোড়া।

মুখের ভাব লক্ষ্য করে ওর হাত ধরলো পল। ‘কি হয়েছে, শীলা?’

হড়বড় করে ওদের রাসায় মিটিঙ আর তার ফলাফল বলে গেলো শীলা। ‘প্লীজ, পল। বাবার ব্যাপারটা খারাপ ভাবে নিও না। তার গরু মারা পড়ছে, এই দৃশ্যই কেবল সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সর্বক্ষণ।’

‘আমি বুঝি,’ সায় দিলো সে। ‘কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমার

‘এখানে সামান্য যা পানি আছে তাতে সমস্যা মিটবে না। এত গরু এক সাথে এলে আমার ছোট ডোবাগুলো পায়ের চাপে মুহূর্তে কাদায় পরিণত হবে। বাঁধের পিছনে যে বড় লেক আছে তাও বেশিক্ষণ টিকবে না। এতে আমার সর্বনাশ করে আমাকেও ওদের দলে টেনে নেয়া ছাড়া কারও কোনো লাভ হবে না। বিশ্বাস করো, শীলা, আমি সাহায্য করতে চাই।’ একটু চুপ করে থেকে আবার বললো, ‘একটা উপায় আছে। ওরা যদি খাটতে রাজি থাকে তবে হোয়াইট হর্স হিলে পানি পাওয়া যাবে। তবে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে।’

‘এখন আর ওরা কিছুই শুনবে না, পল।’

‘বুঝতে পারছি, একটা পথই আমার সামনে খোলা আছে। এই জমিতেই ওরা আমার মায়ের হৃদয় ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলো, আর আমার হাসি-খুশি আমোদপ্রিয় রাপাকে বন্ধুগণবহীন বিষন্ন মানুষে পরিণত করেছিল। এখন একটাই পথ—আমাকে লড়তে হবে।’

হাত ঘুরিয়ে তার চারপাশটা দেখালো সে। ‘হাতে কড়া ফেলে শরীরের রক্ত পানি করে চার বছর হাড়াভাঙা খাটুনি খেটে এসব গড়েছি আমি। দিনের পর দিন একা কাটিয়ে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে ভুঁমি পাগল হয়ে যাবো। নিজের হাতে একা ওই বাঁধ-গুলো তৈরি করেছি আমি। এগুলো রক্ষা করতে বাধ্য হয়েই লড়বো। আমার প্রাণ থাকতে একটা গরুও ওই বেড়া পার হতে পারবে না। বিশ্বাস করো, মরলে আমি একা মরবো না, আরও অনেককেই সাথে নিয়ে যাবো। বাবার সাথে তোমার কথা হলে

তাকে বলো যে রক্তে গরুগুলো বাঁচবে না। কিন্তু সে যদি রক্ত-পাতই চায় তবে তাই হবে।’

‘ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে, পল। ওরা অনেক।’

‘আমিও একা নই। কথাটা হয়ত একটু অদ্ভুত শোনাবে, কিন্তু আমার বাবা আর মা আমার সাথে থাকবে। আমার আগে এই জমি তাদের ছিলো। এমনি আরও যেসব হাজার হাজার লোক নিজের জমি রক্ষা করার জন্যে লড়েছে তাদের আত্মাও থাকবে আমার সাথে।’

‘আমিও বাবাকে জানিয়ে দিয়েছি সে যদি এর মধ্যে থাকে তবে আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে লড়বো।’

বিস্মিত হয়ে মুখ তুলে চাইলো সে। ‘তাই বলেছো তুমি?’

‘বলেছি, এবং করবোও তাই।’

পলের মুখ দিয়ে কথা সরছে না। একটু ইতস্তত করে মাথা নাড়লো সে। ‘আমার খুব ভালো লাগছে কথাটা শুনে—কিন্তু নিজের বাপের বিরুদ্ধে তোমাকে আমি লড়তে দিতে পারি না। বিবাদটা ওদের সাথে আমার। আমাকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু এবার তুমি ফিরে যাও। শেষ পর্যন্ত যাই ঘটুক না কেন, কথাটা আমি ভুলবো না।’

‘ঠিক আছে, যাচ্ছি আমি। কিন্তু কথা দাও তুমি সাবধান থাকবে? টেড হার্পার তোমাকে মোটেও দেখতে পারে না। এছাড়া আরও একজন আছে—রনি হিউ—ওকে দেখলেই আমার ভয় করে।’

শীলা চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত একই ভাবে বসে উপত্যকার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ভাবলো পল। আপা-

তত গরুগুলো যেখানে আছে সেখানেই থাক।

প্ল্যান করে কাজ করার অভি্যাস তার। এবারে প্রতিরোধ আর নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে মন দিলো। প্রথম এখানে এসেই সমস্যাটা নিয়ে ভেবে দেখেছিলো। চমৎকার একটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছে সে। ‘টেবল মাউন্টেন’ আর ‘নেক’ মিরর ভ্যালি থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বেড়া আর ওই টানেলটাই এদিকে আসার একমাত্র পথ। অন্যদিকে ক্যানিয়নটা লঙ ভ্যালিতে গিয়ে পড়েছে—ওই পথে তার কোনো ভয় নেই। ওদিক দিয়ে আসতে হলে সত্তর মাইল কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে ঘুরে আসতে হবে। তবু যদি কেউ আসার চেষ্টা করে, মারা পড়বে ইণ্ডিয়ানদের হাতে।

ওই স্বার্থপর লোকগুলো নিজেদের গরু বাঁচাতে তার এতদিনের চেষ্টায় তৈরি সব কিছু নষ্ট করে দিতে চাইছে। তবু ওদের জন্য পলের সহানুভূতি রয়েছে। গরু যে রাক্ষাসদের কত মূল্যবান সম্পদ তা সে জানে। কিন্তু তার কাছে যা পানি আছে তাতে ওদের কেবল কয়েকটা দিন চলবে, শেষ রক্ষা হবে না।

অথৈ পাথারে পড়ে হাতের কাছে খড়-কুটো যা পাচ্ছে খামচে ধরতে চাইছে ওরা। টেড আর রডনি মার্শের হিংসা তাতে ইন্ধন জোগাচ্ছে।

ঠাণ্ডা মাথায় সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করতে বসলো পল।

ছপুর নাগাদ কাজ আরম্ভ করলো। একটা ড্রিল আর একটা ডারল জ্যাক ব্যবহার করলো সে। গর্তগুলোয় বারুদ ঠেসে

রাখলো—দরকার হলে বিক্ষোভ ঘটায় ওটা বন্ধ করে দেবে।
বিকেলের দিকে কাজ শেষ হলো।

টেবল মাউন্টেনের মাথায় উঠে ছরবীণ দিয়ে মিরর ভ্যালি
এলাকাটা ভালো করে দেখলো। ধুলোর মেঘ দেখে বুঝলো গরুর
বিরাট একটা দলকে এগিয়ে আনা হচ্ছে। উইলো স্পিংস-এ
এখনও কোনো গরু দেখা যাচ্ছে না। শীলা জানিয়েছে ওখানেই
মিলিত হবে সবাই। রোববার রাতের আগেই বেড়ার ধারে
পৌঁছে যাবে সব গরু।

বাড়ি ফিরে ভারি কাঠের তক্তা দিয়ে টানেলের মুখ বন্ধ
করলো পল। তারপর আর একটা ঘোড়ায় মাল চাপিয়ে গিরি
পথের বেড়াটার দিকে গেলো।

ওখানে পৌঁছে খুঁটিয়ে চারদিকে ভালো করে পরীক্ষা করে
দেখলো। বেড়াটা বেশ শক্ত। তার দেয়া ভিতর দিককার বেড়াটা
আরও মজবুত। ওগুলো ছিঁড়ে ফেলা সহজ হবে না। পাহাড়ে
উঠে রাইফেল চালানোর জন্যে দুটো গর্ত খুঁড়লো। একটা
সামনে, অন্যটা কিছুটা পিছনে। চোখের আড়ালে থেকে
একটা থেকে অন্যটায় পৌঁছানো যায়। দুটোতেই যথেষ্ট পরি-
মানে গোলাবারুদ রাখলো।

গরুর চাপে বেড়া ভাঙবে না। ডায়নামাইট মেরে ওড়াতে হবে
ওটা। ঘোড়ার পিঠ থেকে একটা শাবল নামিয়ে বড় বড় পাথরের
টাই আলাগা করে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে গড়িয়ে বেড়ার গোড়ায়
ফেললো পল। আরও চওড়া আর শক্ত হলো বেড়া।

আরও পিছনে আর একটা রাইফেল চালানোর গর্ত খুঁড়ে

আরও পাথর গড়িয়ে ফেললো নিচে। তবে পাথরগুলো বেশি
ছড়িয়ে থাকায় এখানে ততটা বাধার সৃষ্টি হলো না। অন্ধকার
হয়ে এসেছে। দূরে কালো জমাট বাঁধা আধারের মতো এগিয়ে
আসতে দেখা যাচ্ছে গরুগুলোকে।

বেড়ার ধার থেকে সরতে মন না চাইলেও বাড়ি ফিরে থাকার
তৈরি করলো পল। খেতে বসবে, এই সময়ে টানেলের ভিতর
থেকে একটা ডাক শোনা গেলো।

‘সিরেনো?’ স্পষ্ট শুনতে পেলো সে। ‘আমি জনাথন নাইট।
‘তোমার সাথে কথা আছে!’

রাইফেলটা তুলে নিয়ে টানেলের মুখের দিকে এগুলো সে।
‘তোমার কি সমস্যা?’ প্রশ্ন করলো পল।

‘কথায় আমি কোনোদিনই পটু ছিলাম না, কিন্তু কোনটা ঠিক
আর কোনটা ভুল এটুকু বুঝি। ওরা যা করতে চলেছে তার
অংশীদার আমি হতে পারবো না। রাইফেলটা আছে আমার
সাথে—প্রচুর গুলিও আছে। তোমার সাথে যোগ দিতে এসেছি
আমি।’

‘সত্যি বলছো?’ মনে পড়লো শীলা এর সম্পর্কে কি বলে-
ছিলো।

‘হ্যাঁ, সত্যি! তোমার সংসাহস আছে। কসম খেয়ে বলছি,
টেড হার্পারের মতো পাজি লোকের প্ররোচনায় সবাই কান দেয়
না, এটা আমি ওই মাথামোটা লোকগুলোকে বুঝিয়ে দিতে
চাই।’

রাইফেল নামিয়ে রেখে টানেলের মুখ থেকে তক্তা সরিয়ে

দিলো পল। 'ভিতরে এসো জনাথন। তোমাকে দেখে যে আমার কত ভালো লাগছে বোঝাতে পারবো না।'

হুজনে একসাথে কেবিনে ফিরে এলো। মাংস আর কফি খাওয়ার ফাঁকে প্রতিরক্ষার জন্যে সে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে জানালো। দাঁত বের করে হাসলো জনাথন। 'বেড়ার কাছে পৌঁছে টেডের চেহারা যা হবে ভাবতেই মজা লাগছে!'

পালা শেষ করে সারারাত পাহারা দিলো ওরা। কিন্তু ভোর হবার আগে কাউকে দেখা গেলো না। পল কেবিনেই ছিলো—এরমধ্যে আরও হুজন এসেছে।

হাস্কি তার বাকবোর্ড চালিয়ে হাজির হয়েছে—হাঁটুর ওপর তার রাইফেল, পাশে শীলা। পলকে দেখে ওর ঠোঁট জোড়া আরও চেপে বসলো।

'গুলি ছুঁড়তে না দিলেও তোমাদের জন্যে কফি আর খাবার তৈরি করতে পারবো আমি। খেতে তো হবে?'

'ঠিক আছে, তোমাকে দেখে রাগ করিনি আমি। চলো, হাস্কি; আমরা এবার বেড়ার কাছে যাই।'

শীলার দিকে ফিরলো সে। 'টানেলের দিকে নজর রেখো। ওই পথে কেউ এলে আগে থেকেই শব্দ শুনতে পাবে। ওদের ফিরে যেতে বলো। গুলির ফাঁকা আওয়াজেও যদি না যায় তবে ডায়নামাইটের সলভেজ আওয়াজ ধরিয়ে দিও।'

আড়ষ্ট আর ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে। চোখ দুটো আরও বড়। 'তাই করবো আমি। ওদের জোর করে এখানে ঢোকার কোনো অধিকার নেই।'

আকাশ একটু ফর্সা হয়ে এসেছে। ভোরের আলো এখনো ফোটেনি। একটা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এলো জনাথন। 'কি খবর হাস্কি! তুমিও দলে নাম লিখিয়েছো নাকি?'

'হ্যাঁ, আমিও পলের পক্ষ নিয়েছি।'

বলিষ্ঠ দেহ জনাথনের; চওড়া কাঁধ আর উজ্জল নীল চোখ। 'ওরা এগিয়ে আসছে,' বললো সে। 'ওদিকে নজর দেয়া দরকার।'

'আমাকে কথা বলতে দাও,' বললো পল। 'দেখি গোলাগুলি এড়ানো যায় কিনা।'

'মনে হয় না সেটা সম্ভব,' বললো জনাথন। 'রক্ত চায় টেড।'

ওদের দলটাকে আরও কিছুটা এগোতে দিয়ে সাবধান করার জন্যে একটা গুলি ছুঁড়লো পল। থেমে দাঁড়ালো ওরা।

'তোমরা ভালো চাইলে ফিরে যাও,' চিৎকার করে বললো পল। 'ওই' বেড়া যেমন আছে তেমন থাকবে। কাউকে খুন করতে চাই না—কিন্তু আমার এলাকায় জোর করে ঢুকতে চেষ্টা করলে গুলি করবো আমি।'

জনাথন নাইট উঠে দাঁড়ালো। 'আমিও এখানে আছি। প্রথম যে লোকটাই ওই তার ছোঁবে সে-ই মরবে।'

হাস্কি চিৎকার করলো এবার। 'জ্যাক? আমি দাঙ্গাবাজ লোক নই, কিন্তু দেশে কোনো বিচার থাকবে না এটা সহ্য করতে পারবো না। আমার কথা শোনো—ফিরে যাও।'

'হাস্কি?' জ্যাকের গলায় অবিশ্বাসের সুর। 'তুমিও আমাদের

সাথে বিশ্বাসঘাতক্য করলে ?

‘ন্যায়ের পক্ষই নিয়েছি আমি। তোমার তো বুদ্ধিবুদ্ধি আছে, জ্যাক, এখনও সময় আছে, ফিরে যাও। তোমাকে পছন্দ করি আমি, কিন্তু ওই তারে হাত দিলে আমার বুলেটই প্রথম আঘাত হানবে তোমার বুকে !’

দলটা তড়িঘড়ি নিজেদের মধ্যে পরামর্শে ব্যস্ত হলো। ‘আমাদের ঠেকাতে পারবে না ওরা !’ প্রতিবাদ করলো টেড। ‘ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছে !’

‘আমি এর মধ্যে নেই,’ বললো ম্যাক্স।

‘ডরাও নাকি ?’ নাক সিঁটকালো রডনি।

‘তুমি জানো কারও তোয়াক্কা করি না আমি।’ শান্ত কণ্ঠে বললো ম্যাক্স। ‘আসার পথে সারাক্ষণ ভেবেছি। আমার সাথে অন্যায়ভাবে মারপিটে জেতেনি সিরেনো। পড়ে গেলে বুট দিয়ে লাথি মেরে আমার পাঞ্জর চূর করে দিতে পারতো, কিন্তু তা না করে পিছিয়ে গিয়ে আমাকে ওঠার সুযোগ দিয়েছে। ওর কথায় আমরা সবাই হেসেছি—কিন্তু দেখা যাচ্ছে ও ই ঠিক করেছে, অভাব নেই ওর। কষ্ট করে এতদিনে যা কিছু করেছে সেটাই রক্ষা করার জন্যে আঙ্গু রুখে দাঁড়িয়েছে। ওর জায়গায় আমি হলে আমিও তাই করতাম। অল্প ওই যে হান্ধি, ওর চেয়ে সং আর নীতিবান মানুষ তল্লাটে আর নেই। ওকে কিছুতেই গুলি করতে পারবো না আমি।’

‘তবে তুমিও ওই দলেই গিয়ে ভেড়ো !’ টিটকারি দিলো রডনি মার্শ।

এবারে খেপে উঠলো ম্যাক্স। ‘ঠিকই বলেছো ! তাই করবো আমি ! জীবনে অনেক ভুল আমি করেছি, সাধু-পুরুষ আমি নই—তবু যার সং সাহস আছে তার বিরুদ্ধে দল পাকাইনি কোনো-দিন। আমি ওর সাথেই যোগ দেবো !’

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ার দিকে এগোলো ম্যাক্স। একটা হাত তুললো সে। ‘গুলি করো না, সিরেনো। আমি তোমার দলে যোগ দিচ্ছি।’

তেতে উঠে বিশী ভাষায় গাল দিলো রডনি। তারপর হঠাৎ রাইফেল তাক করে ট্রিগার টিপে দিলো।

ঘোড়ার ওপর ঝাঁকি খেয়ে সামনে ঝুঁকে গেলো ম্যাক্সের দেহ। ঝপ করে মাটিতে পড়লো সে।

বিস্ফারিত চোখে ম্যাক্সের দিকে চেয়ে আছে টিমোথি হিল। ছেলেবেলা থেকে টিমোথির কাছেই মানুষ হয়েছে ম্যাক্স। সে নিজে ওকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়েছে। হতবুদ্ধি হয়ে সবার মুখের দিকে চাইলো হিল। ‘এ আমরা কি করছি ?’ বললো সে। ‘এসব কি হচ্ছে ?’

ঘোড়া থেকে নেমে ম্যাক্সের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো টিমোথি হিল।

জ্যাকের মুখটা রক্তশূন্য সাদা হয়ে গেছে। টিমোথির দিকে চেয়ে আছে রেড বিল—হতভষ চেহারা। মনে হচ্ছে এইমাত্র একটা হৃৎস্পন্দ দেখে জেগে উঠেছে। রডনির দিকে চাইলো সে। ‘শ্রেফ খুন !’ বললো বিল। ‘ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা !’

কোণঠাসা জন্তুর মতো ভয়ানক হয়ে উঠলো রডনির চেহারা।

সাহায্যের আশায় সবার মুখের ওপর ঘুরে ফিরছে ওর চোখ।
'কি ব্যাপার? তোমরা কি সবাই ভয়ে সিঁটিয়ে গেলে নাকি?
তোমরাই শুরু করেছিলে এটা, এখন তোমরাই কেটে পড়ছো!'

ঘোড়ার পিঠে বসে আছে জ্যাক। রাইফেলটা ওর হাতে ধরা।
'ভালো লোক ছিলো ম্যাক্স। স্বাধীন ভাবে সে কি করবে না
করবে এই সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আমাদের আর পাঁচজনের
সমানই ছিলো তার। রডনি,'—প্রতিবেশী র্যাফারের ওপর
স্থির হলো ওর চোখ,—'তুমি আর টেড হার্পার যা খুশি করতে
পারো, কিন্তু আমার দিকে গুলি ছুঁড়লে আমার ছেলেরা তোমা-
দের কটনউড গাছে ফাঁসিতে লটকাবে। ওটাই তোমাদের জন্যে
উপযুক্ত স্থান। বোকার মতো কাজ করেছি আমরা—সবাই!'
জিনের ওপর ঘুরে সোজা হয়ে বসলো সে। 'চলো, জুনিয়র,
ওগুলো আবার বাড়ির পথে ফিরিয়ে নিয়ে যাই!'

জ্যাকের লোকজন ফেরার আয়োজনে ব্যস্ত হলো। আউচোখে
টেবল মাউন্টেন পাসটার দিকে একবার চেয়ে নিজের কর্মচারী-
দের দিকে ফিরলো টিমোথি হিল। 'তোমরা দুজন ম্যাক্সকে
উঠিয়ে নাও,' বললো সে।

টিমোথির দিকে চাইলো লেজ বার্ট। 'বস, ভালো লোক ছিলো
ম্যাক্স। ওকে পিঠে গুলি করে মারার একটা বিহিত করা দরকার।'

'জানি। কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে আজ।' ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে ফিল
আর জ্যাকের পাশে এসে দাঁড়ালো সে। আমার বয়স হয়ে
যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। ইদানীং অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রণের বাইরে
চলে গেছে।'

'হ্যাঁ, আসল কথা কি জানো, টিম—আমরা দেউলে হয়েছি।'
নীরবে সবাই ছড়িয়ে পড়ে গুরু তাড়াতে ব্যস্ত হলো। রডনি
এর ওর সাথে কথা বলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। কেউ পাত্তা
দিলো না ওকে।

শেষ পর্যন্ত সমস্ত জ্বালা নিয়ে টেডের কাছে হাজির হলো।
'কেউ সাহস না পেলে আমি নিজেই কাটবো ওই তার!'

'এখন আর সে চেষ্টা করে লাভ নেই,' পরামর্শ দিলো টেড।
'সিরেনো আর জনাথন দুজনেরই রাইফেলে ভালো হাত। এর
শোধ আমরা পরে তুলবো।'

বেড়ার অন্যধারে তিনজন বসে বসে ওদের বিদায় নেয়া
দেখলো। একজন বললো, 'গরম গরম খাবার খেতে এখন খুব
ভালো লাগবে।' ঘোড়া ঘুরিয়ে ওরা কেবিনে ফিরলো।

'রডনি যে খুনী তা আমি আগেই জানতাম। ত্রিনিদাদে
একটা লোককে সে পিস্তলের গুলিতে খুন করেছিলো তিন বছর
আগে,' বললো জনাথন। 'রনিও ওই একই ধাঁচের মানুষ।'

বাকবোর্ডের দিকে এগোলো হাঙ্কি। 'এবার বাড়ি ফিরবো
আমি।'

'সাবধানে যেয়ো,' উপদেশ দিলো জনাথন।

'আমাকে ঘাঁটাতে সাহস পাবে না ওরা,' বললো হাঙ্কি।
'আমি ছাড়া ওদের খাওয়া বন্ধ।'

সবার শেষে বিদায় নিলো শীলা। পল ওকে এগিয়ে দিতে
গেলো। গেটের সামনে বিদায় জানাবার জন্যে ফিরলো শীলা—
কিন্তু মাথা নাড়লো পল। 'তোমার বাবার সাথে আমার কথা

বলা দরকার,' বললো সে।

'তোমার কি মনে হয় সেটা ঠিক হবে?'

'হয়ত না। কিন্তু এখনও চেষ্টা করলে কিছু গরু সে বাঁচাতে পারবে—অবশ্য যদি কথা শোনে।'

ওদের ঘরে ঢোকার আওয়াজ পেয়েও মাথা তুলে চাইলো না টিমোথি। পুরোনো চামড়ায় বাঁধানো চেয়ারটাতে মাথা হেঁট করে বসে আছে সে।

'বাবা? দেখো কে এসেছে।'

কোণঠাসা ভালুকের মতো চোখ তুলে তাকালো সে।
'সিরেনো! বোকা বুড়োটার ছদ্মশা দেখতে এসেছো?'

'এখনও সময় আছে,' চেয়ার টেনে নিয়ে দেয়াল ঘেঁসে বসলো পল। 'খাটলে এখনও গরুগুলো বাঁচানো সম্ভব।'

'ম্যাজিক ছাড়া আর কিছু দিয়ে সম্ভব নয়। টপাটপ মরতে শুরু করেছে ওরা।'

'হালে হোয়াইট হিলের ওদিকে গৈছেন আপনি?'

হোয়াইট হিল? গত পাঁচ ছয় বছরে ওদিকে যাইনি। ওখানে এখন বুনো জুনিপার আর পাইনন ছাড়া আর কিছুই নেই।'

'আমার ধারণা ওখানে পানি আছে,' বললো পল। 'টেজাসে আমি একটা আর্টিজিয়ান (artesian) কুয়া দেখেছি। ঠিক ওই ধরনের এলাকাতেই কুয়াটা খোঁড়া হয়েছিলো। ট্র্যাপারস্ কেবিনের একটু নিচে খুঁড়লে পানি পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।'

'এই এলাকায় কুয়া খোঁড়ার কথা আমি কখনও শুনিনি,' অনিশ্চিত সুরে বললো টিমোথি।

'আমার নিজেরই চারটে আছে,' জবাব দিলো সিরেনো।

'এবং তার প্রত্যেকটাতেই পানি রয়েছে।'

ম্যাচের কাঠি ছেলে পাইপের মুখে ধরলো টিম। 'আগে ভাব-তাম আমি সবই জানি, আর সব বুঝি—শেখার আর কিছু বাকি নেই আমার। কিন্তু এতদিন পরে বুড়ো বয়সে আজ বুঝতে পারছি সেটা সম্পূর্ণ ভুল।' পাইপে টান দিলো সে। 'আপত্তি না থাকলে তোমার র্যাঞ্চটা আমাকে ঘুরিয়ে দেখাবে? সেদিন শীলা তোমার র্যাঞ্চের প্রশংসা করছিলো।'

'যখন খুশি আসতে পারেন। আর কুয়া খোঁড়ার ব্যাপারে যদি আপনার উৎসাহ থাকে, আমার কাছে অ্যারাগন থেকে আনা যন্ত্রপাতি সবই আছে।'

অত্যন্ত সতর্কভাবে বাড়ির পথ ধরলো পল। আজ টিমোথি হিলের সাথে তার শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনা হয়েছে বটে, কিন্তু টেড আর রডনি এখনও তার শত্রু। ওরা দুজন একসাথেই গেছে। রনিও ছিলো ওদের সাথে।

পরদিন সকালেই টিমোথি হিল হাজির হলো পলের বাসায়। ওর সাথে রয়েছে গ্রেহাম গ্রীন, ফিল হোয়াইটহেড আর জ্যাক। পলের দিকে কেবল একবার মাথা ঝাঁকিয়ে ওরা অভিবাদন সারলো। স্টীলডাস্ট ঘোড়াটার পিঠে জিন চাপিয়ে ওদের নিয়ে র্যাঞ্চ দেখাতে বেরুলো পল। পথে হঠাৎ লাগাম টেনে ঘোড়া থামালো টিম। সামনেই মাটি দিয়ে তৈরি আইলের মতো একটা উঁচু জিনিস আড়াআড়ি ভাবে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে।

'ওটা কি জিনিস, প্রশ্ন করলো সে।

‘বর্ষার পানি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এখানে একটা নালা সৃষ্টি করার উপক্রম করছিলেন,’ ব্যাখ্যা করলো পল। ‘তাই একটা ছোট্ট বাঁধ তৈরি করে পানিটাকে ছড়িয়ে দেয়ার বন্দোবস্ত করেছি। এতে অনেক ঘাসের গোড়ায় পানি পৌঁছাচ্ছে।

‘আরও নিচের জমিতে বাটির মতো একটা গর্ত আগেই ছিলো। ওটাকে আর একটু গভীর করে খুঁড়ে পরিষ্কার করে দিয়েছি—ওটাই এখন একটা ছোট পুকুরের কাজ দিচ্ছে। তবে এখন পুকুরটা প্রায় শুকিয়ে এসেছে।’

‘এখনও ওতে যা পানি আছে আমার গোটা ব্যাঞ্ছ তা নেই!’ বললো জ্যাক।

ওদের সবকিছু ঘুরিয়ে দেখালো পল। বাঁধ, বাঁধের পিছনে লেক, কুয়া—সব। প্রথম কুয়া থেকে উইণ্ডমিল ব্যবহার করে পানি ওঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্বিতীয়টা আর্টিজিয়ান—পাহাড়ের ভিতর সুড়ঙ কেটে তৈরি করা হয়েছে ওটা। সুড়ঙ পথেই পাহাড় থেকে পানি বেরিয়ে আসে।

সবুজ আর সুলন্দর দেখাচ্ছে পুরো এলাকা। একটা হাত ঘুরিয়ে ওদিকে ইঙ্গিত করলো সিরেনো। ‘এর বেশির ভাগই ব্লাক গ্রামা আর কালি মেসকাইট ঘাস। কয়েক হপ্তা একটা প্লটে গরু চরিয়ে পরে ওদের অন্য প্লটে সরিয়ে নিয়ে ঘাসকে আবার বাড়ার সুযোগ দিই আমি। একর প্রতি আর সবাই যত গরু পুষছে তার মাত্র তিন-ভাগের এক ভাগ আমার স্টক। এই কারণে আমার গরুগুলো সব সময়ে মোটা-ভাজা থাকে।’

‘আমার এলাকাটা চোলা (cholla) আর ক্যাকটাসে ভরে

গেছে,’ বললো টিম।

‘মাঠগুলো পুড়িয়ে দিলে ওই ছাই সারের কাজ দেবে,’ বুদ্ধি দিলো পল। ‘আর আগুনে চোলায় শুকনো কাঁটাগুলো পুড়ে যা থাকবে সেটা গরুর জন্যে বেশ ভালো খাবার। ইণ্ডিয়ান নাভায়োদের থেকে এটা শিখেছি আমি।’

‘তাহলে তো আমার অর্ধেক সমস্যাই মিটে যায়। আমার এখানে যা চোলা আছে তাতে ক্রিনমাস পর্যন্ত আমার স্টকের খাওয়া চলবে,’ বলে উঠলো জ্যাক।

‘বাছা,’ বললো হিল, ‘তুমি সত্যিই কাজের কাজ করেছো! তোমার পরামর্শ অনেক আগেই আমাদের শোনা উচিত ছিলো।’

ক্রত কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। কঠিন পরিশ্রম করছে পল। কিন্তু একা একা ভাবটা কিছুতেই কাটছে না। কাজের মধ্যে ডুবে থেকেও ভুলতে পারছে না। প্রত্যেকবারই বাড়ি ফিরে ওর মনটা কেবলই শীলাকে খুঁজে বেড়ায়। গোলমালের সময়ে রান্নাঘরে শীলার কফি বানানোর কথা ওর মনে পড়ে। রাতে আগুনের পাশে একা বসে শীলাকেও ঘেন সে ঘরে দেখতে পায়। একদিন ঘোড়ার পিঠে গিরিপথ দিয়ে সামনে এগিয়ে অবাধ হয়ে থেমে দাঁড়ালো সে।

বেড়াটা নেই! একেবারে গোড়া থেকে তারসুদ্ধ খুঁটিগুলো তুলে খুঁটির গর্ত মাটি দিয়ে ভরে ফেলা হয়েছে। ওখানে কোনোদিন একটা বেড়া ছিলো বলেও আর বোঝার উপায় নেই। হ্যাটটা মাথার পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে লম্বা করে একটা শ্বাস নিলো পল। ‘মা,’ জোরে জোরেই বললো সে, ‘এই দৃশ্য দেখতে

পেলে আজ তোমার মনটা ভরে যেতো।'

পিণ্টো ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছে শীলা। হঠাৎ পলের ওদিকে একটু ঘুরে আসার সিদ্ধান্ত নিলো। বেড়া নামিয়ে ফেলা হয়েছে শুনেছে সে। মাঠের চোলা পুড়িয়ে কাজ হয়েছে। ওদের স্টকের বেশির ভাগই বেঁচে যাবে এতে। এখন সময় মতো বৃষ্টি শুরু হলে এযাত্রা কোনোমতে মোটামুটি রক্ষা পেয়ে যাবে ওরা।

কিন্তু ওদিকে আর একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠছে। শহরে গেছিলো লেজ বাট। চোখের সামনে মাককে খুন করে তার তরুণ রক্তে আশুর্ন ধরিয়ে দিয়েছে রডনি। খুনীদের সম্পর্কে একটা মন্তব্য করেছিলো বাট। শুনেই পিস্তল বের করলো রডনি। র‍্যাঙ্কের কাজে দক্ষ লেজ বাট, কিন্তু পিস্তলবাজ সে নয়। নির্ধূর রডনি তিন তিনটে বুলেট চুকিয়ে দিলো ওর গায়ে। কপাল গুণে প্রাণে বেঁচে গেছে বাট।

শহরেই ঘোরাফেরা করে রডনি। র‍্যাঙ্কের কথা প্রায় ভুলেই গেছে। ওর গরুগুলো মারা পড়ছে—কিন্তু সেদিকে ওর কোনো খেয়াল নেই। টেড হার্পার আর রনি হিউ ওর সাথে জুটেছে।

সবকিছুতে মেয়েদেরও একটা সক্রিয় ভূমিকা থাকা দরকার, তাই মিরর ভ্যালির মেয়েদের নিয়ে একটা বিরাট নাচের ব্যবস্থা করেছে শীলা। আনন্দ ক্রুতির মাঝে পুরনো বিরোধ ভুলে আবার মিল হবে। টেবিল মাউন্টেনে গিয়ে পলকে নিমন্ত্রণ করার ভার শীলা নিজেই নিয়েছে।

উপত্যকার অন্যদিকে নিজস্ব ধারায় এগিয়ে চলেছে ঘটনা প্রবাহ। ঘোড়ায় চেপে টেড হার্পারের বাসায় গিয়ে হাজির

হয়েছে রনি হিউ। ছইস্কির বোতল নিয়ে বসেছে ওরা টেডের অগোছালো বৈঠকখানায়। ঘরে কোনো খাবার নেই। মদের উপরই বেঁচে আছে টেড। সেদিন বেড়ার ধার থেকে বার্থতা নিয়ে ফেরার পর পলের প্রতি রাগ তার আরও বেড়েছে। অথচ মিরর ভ্যালির সবাই এখন সিরেনোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। টেড হার্পারের আসল রাগ ছিলো পলের বাপের ওপর। এখন সে নেই, তাই তার রাগটা গিয়ে পড়েছে ছেলের ওপর। মনে মনে টেডও চেয়েছিলো, মিরর ভ্যালির সেরা সুন্দরী একদিন তাকেই বিয়ে করবে। মহিলা কোনোদিন তার দিকে ফিরেও চায়নি—কিন্তু এতে তার আকাশ কুসুম কল্পনায় কোনো বাধা পড়েনি। ইচ্ছা করে মেসিকান লোকটাকে খুঁচিয়ে ঝগড়া বাধালো সে। তার বিশ্বাস ছিলো ভয়ে লেজ গুঁটিয়ে পালাবে লোকটা।

মুশকিল হলো লোকটা মোটেও ভয় পেলো না। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে বললো যখন খুশি পিস্তল বের করতে পারে টেড।

টেড টের পেলো এর জন্যে সে মোটেও তৈরি নয়। দড়ি মনে করে সাপের লেজ মাড়িয়ে হঠাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। মাত্র আট ফুট দূরে দাঁড়ানো মানুষটার দিকে চেয়ে বুঝলো সাহস জিনিসটা কোনো বর্ণ বা জাতির ওপর আপনা আপনি বর্তায় না—ওটা যে কোনো লোকেরই থাকতে পারে।

শেষ পর্যন্ত নিজেই সে চূপসে গেছিলো সেদিন। কেউ এ ব্যাপারে আর কথা না তুললেও জানে সবার চোখে ছোট হয়ে গেছে। সেই অপমানের ছালাটা আজও ভুলতে পারেনি ও।

হুজনেরই নেশা বাড়ছে। প্রায় মাতাল অবস্থা। বোতলের

জনো হাত বাড়ালো টেড। রনিও একই সাথে হাত বাড়িয়েছে। একসাথেই দুজনের হাত পড়লো বোতলটার ওপর। অকারণেই হঠাৎ খেপে গিয়ে ঝটকা দিয়ে রনির হাত থেকে বোতলটা ছিনিয়ে নিলো টেড।

রগচটা মানুষ রনি। রাগে ফেটে পড়লো সে। অসুরের শক্তি ওর গায়ে। চড় খেয়ে চেয়ার উল্টে মেঝেতে চিংপাত হয়ে পড়লো টেড। রনির কোমরে পিস্তল নেই—ওটা পাশের ঘরে খুলে রেখেছে সে।

মার খেয়ে রক্ত চড়ে গেছে টেডের মাথায়। ঝাপসা চোখে সামনে কেবল একটা বিশাল মানুষের আকৃতি দেখতে পাচ্ছে। ওর ভিতরকার সমস্ত জমাট বাঁধা রাগ এবার একসাথে বেরিয়ে এলো। কখন যেন হাতে উঠে এসেছে পিস্তল। উন্নতের মতো ট্রিগার টিপে চললো সে।

পিস্তলের বজ্রশব্দ আর বারুদের গন্ধে ভরে গেলো ঘর। শব্দ থামলো, ধীরে ধীরে ঘরের ধোঁয়া কেটে পরিষ্কার হলো। লাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো টেড।

স্থির হয়ে পড়ে আছে রনির দেহ। বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে ওর শরীর। ওদিক থেকে জোর করে চোখ ফিরিয়ে মাটি থেকে বোতলটা তুলে অবশিষ্ট মদটুকু গলায় ঢেলে দিলো। একবারও পিছন ফিরে না চেয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লো সে। দূরে আকাশে কিছুটা মেঘ জমেছে।

নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেও টেডের ছুঁছুঁ লোপ পায়নি। সে জানে একজন নিরস্ত্র মানুষকে গুলি করে মারার দায় থেকে তার মুক্তি
বেড়া

নেই! মিরর ভ্যালি এলাকার জন্যে আলাদা একজন শেরিফ নির্বাচন করার প্রস্তুতি চলছে—ওটা হয়ে গেলে সে আর রডনি কেউই রেহাই পাবে না। ঘোড়ার পিঠে উঠে চলতে শুরু করলো। সবকিছুর জন্যে পল সিরেনোই দায়ী, মনে মনে রায় দিলো টেড।

যে পথ দিয়ে বিক্ষুব্ধ মনে সে এগোচ্ছে সেটা শীলা হিলের ট্রেইলটাকে মাঝামাঝি জায়গায় কেটেছে।

ওদের অজান্তে পল সিরেনো গিরিপথ দিয়ে বেরিয়ে দূরে এক ঝলকের জন্যে পিকোটাটাকে দেখতে পেলো। ওদের দূরত্ব মাত্র একমাইল হলেও একটা গভীর ক্যানিয়ন রয়েছে মাঝখানে। তাড়াতাড়ি চললে উইলো স্প্রিংসে ওকে ধরতে পারবে পল।

আজ ওর মনটা খুশি রয়েছে। চলার পথে মনের খুশিতে একটা গান ধরলো পল। গানটা ওর নিজেরই তৈরি :

গ্রাস ভরে ন্যও বন্ধু,

যন হয়ে ঘিরে বসো,

মজার গল্প শোনাবো আজ,

নায়ক জনি লিসো।

তরুণ রাখাল জনি

চড়ে মাসট্যাঙ,

তেজি বোড়া চড়তে

কাঁপে না তার ঠ্যাঙ ॥

প্রতিহিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে টেড। সিরেনোর পরেই শীলা হিলের ওপর তার রাগ। মেয়েটা সবার সাথে হেসে কথা বলে অথচ তাকে দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। মেয়েদের সম্পর্কে কাউবয়

সে অশালীন মন্তব্য করে বলেই যে মেয়েটা ওকে পছন্দ করে না, এটা মানতে সে নারাজ।

হালকা মনে উইলো স্প্রিং-এর দিকে এগিয়ে চলেছে শীলা। বাবার কাছে সে শুনেছে প্রথম চেষ্টাতেই ওখানে আর্টিজিয়ান কুয়া থেকে পানি পাওয়া গেছে। পানির ধারে ঘোড়া থামিয়ে নামলো সে। একটা প্রাকৃতিক ঢালু গর্তকে আরও খুঁড়ে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পানিটা অবশ্য এখনও কিছুটা ঘোলা, কিন্তু এই পানিই মিরর ভ্যালি এলাকার জন্যে একটা অমূল্য সম্পদ।

পল সিরেনোর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেই খোঁড়া হয়েছে ওই কুয়া। আর ওর পরামর্শ মতো চোলা খাইয়ে তাদের স্টক এবারের মতো বেঁচে গেছে। লোকজনের মন থেকে পলের প্রতি বিরূপ ভাবটা প্রায় সম্পূর্ণ কেটে গেছে। এতে পলের জীবনের মোড় ঘুরে যাবে, আর হয়ত...

ঝোপের ধারে ঘোড়া থামার শব্দটা সে মোটেও টের পায়নি। টেড হার্পার ওকে এদিকে আসতে দেখেছে। সে জানে মেয়েটা একাই রয়েছে। সাডলব্যাগ থেকে নতুন একটা পাইকট বোতল বের করে একটা চুমুক দিলো। এই এলাকা ছেড়ে সে যখন চলেই যাচ্ছে তখন কিসে কি হয় তা মেয়েটাকে একটু বুঝিয়ে দিয়ে যাবে। ব্যাপারটা কেউ টের পাওয়ার আগেই পগার পার হয়ে যাবে সে।

উইলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে এগোলো সে। পায়ের চাপে একটা শুকনো ডাল ভাঙতেই চমকে ফিরে তাকালো শীলা। দেখলো

সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে টেড হার্পার।

মাঝারি গড়নের লোক, বৃক্কে বনমানুষের মতো ঘন লোম। বেশি মাত্রায় মদ খাওয়ায় চোখমুখ ফোলাফোলা। বোঝাই যায় টঙ হয়ে রয়েছে ওর মেজাজ।

মনে মনে অনেকবারই সে এই মেয়েকে পেতে চেয়েছে। আজ নিভুতে সামনা সামনি হাতের মুঠোয় পেয়েছে। এগোলো সে।

বিপদ টের পেয়েছে শীলা, কিন্তু চিৎকার করলো না সে। সাবধানে পিছাতে শুরু করলো। ঘোড়াটা আরও কাছে থাকলে ভালো হতো। ঘুরে দৌড় দিতে গেলে তিন কদম যাওয়ার আগেই ওকে ধরে ফেলবে লোকটা।

কোনো কথা বলছে না ও, শুধু এগিয়ে আসছে।

‘কি হয়েছে, টেড? কিছু খুঁজছো?’

জবাব দিলো না টেড। এগিয়েই আসছে। পিছাতে গিয়ে কাদায় পা পিছলে পড়ে গেলো শীলা। কিন্তু সাথে সাথেই গড়িয়ে সরে বাটপট উঠে দাঁড়ালো।

মদ খেলেও টেডের ক্ষিপ্ততা কিছুমাত্র কমেনি। ‘হতচ্ছাড়া জানোয়ার! পাজি—!’ বাট করে সরে গেলো মেয়েটা। কিন্তু হাত বাড়িয়ে শীলার কজি ধরে ফেললো টেড।

এই সময়ে দুজনেরই চেনা একটা গলার স্বর ওদের কানে পৌঁছলো।

কালো টাট্টু চড়ে সে মনের স্মৃতি ঘোরে,

পাড়ার মেয়ে সবাই তাকে আদর সোহাগ করে।

হাসির আওয়াজ শুনে ওরা জ্বনির পিছে ধায়;

জনি চলে গেলে ওরা করে 'হায় হায়' ।

চিৎকার করে সাবধান করার আগেই শীলার মুখ চেপে ধরলো টেড । পিস্তোটা চোখের সামনেই রয়েছে । কিন্তু টেডের ঘোড়াটা বোপের আড়ালে লুকানো আছে ।

নিজের কাঁধ দিয়ে শীলাকে একটা উইলো গাছের সাথে ঠেসে ধরে অন্য হাতে পিস্তল বের করলো টেড ।

গানটা থামলো । জ্বিনের ককানি শুনে বোবা গেলো ঘোড়া থেকে নামলো পল । উইলোর ভিতর দিয়ে চলার সময়ে আবার গান শুরু হলো ।

রোজ বিকেলে সেজে জনি শহরে যায়,

সেই মেয়ে তার জন্যে থাকে অপেক্ষায় !

সাবধানে পিস্তল উঠিয়ে তাক করে ট্রিগার টিপে দিলো টেড । পিস্তলের ঘোড়াটা 'ক্লিক' শব্দ তুলে খালি চেম্বারে পড়লো । রনিকে গুলি করে পিস্তল খালি করে ফেলেছে সে ।

ফায়ারিং পিন পড়ার শব্দে স্থির হয়ে জমে গেল পল । খিস্তি বকে মেয়েটাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেস্ট থেকে খামচে কাতুঁজ বের করলো টেড । তাড়াহুড়ায় প্রথম ছোটো মাটিতে পড়লো, কিন্তু বাকিগুলো জায়গা মতো ভরে ফেললো সে ।

আতঙ্কগ্রস্ত শীলা মাটিতে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে সরতে সরতে চিৎকার করলো, 'সাবধান, পল ! টেডের হাতে পিস্তল !'

পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়ালো পল । ঘোড়ায় চড়ার সময়ে পড়ে না যায় এজন্যে ওর পিস্তলটা এখনও চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা । ফিতে খুলে তাড়াতাড়ি পিস্তলটা বের করলো সে ।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, নাকি ঘন মেঘে ছেয়ে গেছে পশ্চিমের আকাশ? আঁধার ঠেকছে । একটা পা বাড়িয়ে হাঁটু গেড়ে অপেক্ষা করছে পল । শীলার জোরে জোরে শ্বাস নেয়ার শব্দ শুনে পাচ্ছে—কিন্তু বনের অন্ধকার ছায়ায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না । একটা শুকনো কাঠি তুলে নিয়ে ওদিকের বোপের ওপর ছুঁড়ে মারলো সে । কিছুই ঘটলো না ।

কিছুটা এগোলো পল । দরকার হলে ঝাঁপিয়ে পাশে সরে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে সে । একটা আগুনের শিখা ওর চোখের দিকে ছুটে এসে কদাকার শব্দ তুলে পিছনের গাছে গেঁথে গেলো । জবাবে সেও গুলি করলো । পাথরে লেগে ঠিকরে বেরিয়ে গেলো গুলিটা ।

পিস্তলটা একটু নামিয়ে আবার গুলি ছুঁড়লো পল । এবার ওদিক থেকে ত্রস্ত নড়াচড়ার শব্দ হলো । লাকিয়ে একপাশে সরে গিয়ে আবার গুলি করার জন্যে তৈরি থাকলো । এক মুহূর্ত সব চূপচাপ, তারপর আবার গুলি হল । মাত্র এক ইঞ্চি রজন্যে পলের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো গুলিটা ।

মাটি আঁকড়ে শুয়ে আছে শীলা । পল এখন ওকে দেখতে পাচ্ছে । ওর কাছ থেকে কিছুটা সরে গেলো সে । এখন আর ওর গায়ে গুলি লাগার সম্ভাবনা নেই ।

রাগ আর ভয় টেডকে চালাচ্ছে । কিন্তু কোণঠাসা কয়োটির সাহসও এক সময়ে ফুরায় । মদের নেশা ছুটে গেছে তার । পিস্তল হাতে অপেক্ষা করছে পল ওর জন্যে—বুঝতে পারছে সহজে নিস্তার নেই তার ।

হঠাৎ উবে গেলো ওর সব সাহস। ছায়ার মতো নিজের ঘোড়ার দিকে পিছিয়ে গেলো সে। খুনের নেশা তার পুরোপুরি আছে, কিন্তু নিজে মরতে চায় না। এখন কোনোমতে ঘোড়ার পিঠে চেপে পালাতে পারলেই বাঁচে। ঘোড়ার কাছে পৌঁছে গেলো টেড।

শেষ মুহূর্তে টের পেয়ে লাফিয়ে ওর পিছনে ছুটলো পল। শব্দ পেয়ে ঘুরে তাকালো টেড। খামতে গিয়ে একটু পিছলে স্থির হয়ে দাঁড়ালো পল। মরিয়া হয়ে গুলি ছুঁড়লো টেড।

একই সাথে গুলি করলো পল—তারপর আরার। ঘোড়াটা লাফিয়ে সরে গেলো। টেডের পেটে গুলি লেগেছে। এতদিনের জ্বমাট বাঁধা ঘৃণা রক্তের ধারায় ওর দেহ থেকে গলে গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে টলছে সে। পিস্তল তোলার চেষ্টা করে পড়ে গেলো টেড। আপনা আপনি ফুটলো ওর পিস্তল।

গুলির আঘাতে একটা পাথর ছিটকে এসে লাগলো পলের কপালে। চোখে আঁধার দেখলো পল।

পরিস্কার বিছানা। ডাক্তার তার জিনিসপত্র ব্যাগে ভরছে। শীলা আর জনাথন রয়েছে ঘরে। ডাক্তার চলে গেলো।

‘টেড হার্পার?’ উঠে বসলো পল।

‘মারা গেছে। নিজের বাসায় রনি হিউকে গুলি করে মেরে রেখে এসেছিলো। সম্ভবত দেশ ছেড়ে পালাচ্ছিলো সে।’

‘রডনি?’

উঠে দাঁড়ালো জনাথন। ‘দৈবাৎ এসে পড়েছিলাম আমি।

তোমাকে শীলার বাসায় পৌঁছে দিয়ে ডাক্তার আনতে শহরে গেছিলাম। ওখানে রডনি খামোকা আমার সাথে ঝগড়া বাঁধালো। শেষে পিস্তল বের করে আমাকে মারতে গিয়ে নিজেই মারা পড়েছে।’

দরজার দিকে এগুলো জনাথন নাইট। ‘তোমাদের নিশ্চয়ই অনেক কথা রয়েছে,’ বললো সে। ‘আমি বাইরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখি। মনে হচ্ছে কত বছর যেন বৃষ্টি দেখিনি।’

বৃষ্টি-ভেজা মাটির গন্ধ এলো জানালা দিয়ে।

পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে মুহূর্ত হাসলো দুজন।